চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উনাকোটি
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 15 November, 2019 ■ আগরতলা, ১৫ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ২৮ কার্ত্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সুপ্রিম বাণ

তদন্তের প্রয়োজন নেই, রাফাল মামলায় পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): রাফাল মামলায় স্বস্তিতে নরেন্দ্র মোদী সরকার। বড়সড় ধাক্কা খেল কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। রাফাল মামলায় তদন্তের আর কোনও প্রয়োজন নেই। ২০১৮ সালের ১৪ ডিসেম্বরের রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, 'রাফাল মামলায় এফআইআর অথবা রায় পুনর্বিবেচনা নিষ্প্রয়োজন।'

শুধুমাত্র দুর্নীতি নয়, রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাফাল মামলা। ফ্রান্সের দাসোঁ অ্যাভিয়েশনের কাছ থেকে ৩৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান কেনায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয় কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। সিবিআই তদন্তের দাবিতে মামলা দায়ের হয় শীর্ষ আদালতেও কিন্তু, সেই আর্জি খারিজ করে কেন্দ্রকে ক্লিনচিট দেয় সর্বোচ্চ আদালত। এরপর রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে রিট পিটিশন দাখিল করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যশোবন্ত সিনহা ও অরুণ শৌরি এবং সমাজকর্মী-আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। রিট পিটিশনের শুনানি শেষ হয় প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চে। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর গত ১০ মে রায় সংরক্ষিত রাখে সর্বোচ্চ আদালতও বৃহস্পতিবার রাফাল মামলায় রায় পুনর্বিবেচনার আর্জির শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, "রাফাল মামলায় এফআইআর অথবা রায় পুনর্বিবেচনা নিষ্প্রয়োজন।'

রাফাল নিয়ে যে সকল নেতারা ভিত্তিহীন এবং বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার চালিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের ফলে তাদের যোগ্য জবাব দেওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বৃহস্পতিবার অমিত শাহ জানিয়েছেন, ভিত্তিহীন এবং বিদ্বেষপূর্ণ ভাবে রাফাল নিয়ে যারা প্রচার চালিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তের ফলে তাদের যোগ্য জবাব দেওয়া গিয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিন্নমত দুই বিচারপতির, বৃহত্তম বেঞ্চে গেল শবরীমালা মামলা

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): আস্থা-বিশ্বাস অথবা ধর্মীয় আচার নয়ঊ শবরীমালা নিয়ে ২০১৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট গুরুত্ব দিয়েছিল নারী-পুরুষের সমানাধিকারকে। পুরনো প্রথা ভেঙে শবরীমালার দরজা মহিলাদের জন্য খুলে দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। ২০১৮-র ২৮ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের ততালীন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ শবরীমালার দরজা ১০ থেকে ৫০ বছর বয়সি মহিলাদের জন্য খুলে দিয়েছিল। সেই রায় পুনর্বিবেচনার জন্য প্রায় ৫০টি আর্জি জমা পড়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। বর্তমান প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বে পাঁচজন বিচারপতির বেঞ্চে সেই সব আর্জির শুনানি হয় দীর্ঘ দিন ধরে। কিন্তু, শবরীমালা মন্দিরে ১০-৫০ বছর বয়সি মহিলাদের প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে ঐক্যমত্যে পৌঁছতে পারলেন না সুপ্রিম কোর্টের দু'জন বিচারপতি। তাই শবরীমালা মামলা গেল ৭ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে।

বৃহস্পতিবার শবরীমালা নিয়ে পুনর্বিবেচনার আর্জির শুনানিতে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ বলেছেন, 'উপাসনা স্থানে মহিলাদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র এই মন্দিরের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, মসজিদ এবং পার্সি মন্দিরেও মহিলাদের প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।' বিচারপতি রোহিনটন ফলি নরিম্যান এবং ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় ভিন্নমত পোষণ করায় শীর্ষ আদালতের বৃহত্তম সাংবিধানিক বেঞ্চের (৭ জন বিচারপতির বেঞ্চ) কাছে পাঠানো হয়েছে শবরীমালা মন্দির মামলা।

কেরলের শবরীমালা মন্দিরে ১০ বছরের কম এবং ৫০ বছরের উর্ধে অর্থাৎ ঋতুমতী মহিলাদের প্রবেশাধিকার ছিল না। শতাব্দী প্রাচীন এই প্রথা তুলে দিয়ে সব বয়সের মহিলাদের প্রবেশাধিকার দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরের সেই ঐতিহাসিক রায়ের বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতেই রিট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সুদীপ হত্যাকাণ্ডে ধৃত টিএসআর এসিঃ কমান্ডেন্ট চারদিনের সিবিআই হেফাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। সাংবাদিক সুদীপ দত্তভৌমিক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ধৃত টিএসআর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট স্বরূপানন্দ বিশ্বাসকে বৃহস্পতিবার আদালতে সোপর্দ করেছে সিবিআই। তাঁকে পাঁচদিনের সিবিআই হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছিল। কিন্তু আদালত চারদিনের হেফাজত মঞ্জুর করেছে।

গতকাল সিবিআই ত্রিপুরার সাংবাদিক সুদীপ দত্তভৌমিক হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে টিএসআর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট স্বরূপানন্দ বিশ্বাসকে গ্রেফতার করেছিল। সূত্রের খবর, সুদীপ দত্তভৌমিক হত্যার সঙ্গে মূল অভিযুক্ত টিএসআর কমান্ডেন্ট তপন দেববর্মার সাথে ষড়যন্ত্রে শামিল হয়েছিলেন টিএসআর অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট স্বরূপানন্দ বিশ্বাসও। তাই সিবিআই তাকে গ্রেফতার করেছে।

২০১৭ সালের ২১ নভেম্বর আগরতলার শহরতলি বোধজংনগর থানার অধীন আরকে নগরে অবস্থিত টিএসআর-এর দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের ক্যাম্পে নৃশংসভাবে খুন হন সাংবাদিক সুদীপ দত্তভৌমিক। তাঁকে পর পর দুটি গুলি করে টিএসআর জওয়ানরা হত্যা করেছিল। কমান্ডেন্ট তপন দেববর্মার নির্দেশেই তাঁকে খুন করা হয়েছিল বলে তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। ওই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে কমান্ডেন্ট তপন দেববর্মা, নায়েক সুবেদার অমিত দেববর্মা, রাইফেলম্যান নন্দকুমার রিয়াং ও ধর্মেন্দ্র সিংকে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল।

সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ২০১৭ সালের ২৩ নভেম্বর বিজেপি ত্রিপুরা বনধপালন করেছিল। এছাড়া ওই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ত্রিপুরা-সহ সারা দেশ তোলপাড় হয়েছে। আগরতলায় ত্রিপুরা পুলিশের দেওয়া ফ্লোরোজিন জ্যাকেট পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন রাজ্যের সাংবাদিকরা। বিজেপি-র ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি ওই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের বাসভবন ঘেরাও করেছিল। শুধু তা-ই নয়, অসমের সাংবাদিকরাও ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের কুশপুত্তলিকা দাহ করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ওই সময় সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডে সিবিআই দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিল বিজেপি। তাছাড়া ত্রিপুরায় ক্ষমতার পরিবর্তন হলে সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডে সিবিআই তদন্তের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল বিজেপি।

সেই মোতাবেক ত্রিপুরায় ২০১৮ সালে ক্ষমতার পালাবদলের পর বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিক ও সাংবাদিক সুদীপ দত্তভৌমিক হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেয়। সিবিআই ওই মামলা গ্রহণ করেছিল।

এদিকে, পূর্বতন সরকার সাংবাদিক হত্যা মামলায় এসআইটি গঠন করেছিল। দন্ত শেষে আদালতে চার্জশিটও জমা দিয়েছিল এসআইটি। টিএসআর-এর কমান্ডেন্ট তপন দেববর্মা এবং রাইফেলম্যান নন্দকুমার রিয়াং বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছে। কিন্তু নায়েক সুবেদার অমিত দেববর্মা এবং রাইফেলম্যান ধর্মেন্দ্র সিং জামিন পেয়েছেন।

গতকাল সিবিআইয়ের তিন আধিকারিক টিএসআর-এর অযাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট সর্বানন্দ বিশ্বাসকে গ্রেফতার করেন। তিনি হত্যাকাণ্ডের সময় টিএসআর দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি টিএসআর তৃতীয় ব্যাটালিয়নে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবেন শিশু দিবসের অনুষ্ঠানে শিশু শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করেন। ছবি নিজস্ব।

রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেসকে দেশ এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। রাফাল মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় ঘোষণা হতেই রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেসকে নিশানা করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর সাফ কথা, রাফাল ক্রয়ে দুর্নীতির অভিযোগ সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। তাই, রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেসের সমগ্র দেশবাসী এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

আজ বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্ট রাফাল মামলা সংক্রান্ত রায়ে পুনর্বিবেচনার আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। এ-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস এবং অন্যান্য বিরোধীরা রাফাল ইস্যুতে মিথ্যা তথ্য তুলে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করেছিলেন। তা অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং বেদনাদায়ক বলে তিনি মন্তব্য করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস দেশের একটি প্রাচীন দল হয়েও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে মিথ্যাই দুর্নীতিবাজের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষক ও ব্যবসায়ীর মধ্যে কেউ মুনাফা লুটলে ব্যবস্থা নেবে সরকার, সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। ফড়েদের বিরুদ্ধেই কি ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। কৃষক ও ব্যবসায়ীদের মাঝখানে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মুনাফা কামানোর চেষ্টা করেন, তা-হলে ব্যবস্থা নেবে সরকার। বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, উৎপাদিত ফসলের সর্বাধিক মূল্য কৃষকরা পেলে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু মাঝখানে কারোর মুনাফার জন্য বাজারে জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি হবে, তবে ত্রিপুরা সরকার বসে থাকবে না। তাঁদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আজ আগরতলা টাউন হল-এ ৬৬-তম অখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে এ-ভাবেই ফড়েদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব।

এদিন তিনি আরও বলেন, অর্থনৈতিকভাবে মানুষ নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার পাশাপাশি রোজগারের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যেই সমবায় সমিতিগুলি গঠিত হয়েছিল। রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে রাজ্য সরকারের গৃহীত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে রাজ্যের সমবায় সমিতিগুলিকে সেই দিশাতেই পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করতে হবে। তবেই সমবায় সমিতিগুলির উন্নয়ন ও সাফল্য আসবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, সমবায় সপ্তাহ উদযাপনের এবারের ভাবনা হচ্ছে 'নতুন ভারতবর্ষে সমবায়ের ভূমিকা'।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় প্রায় ৮ লক্ষাধিক মানুষ বিভিন্নভাবে সমবায় সমিতিগুলির সঙ্গে জড়িত। তিনি জানান, ত্রিপুরায় বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যে সমবায় সমিতির সংখ্যা বেড়েছে। ২০১৮-১৯ সালে সমবায় সমিতি বেড়ে হয়েছে ১,৯৫৭টি। যা ২০১৭-১৮ সালে ছিল ১,৭৯৩টি। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের অক্টোবর পর্যন্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী সমবায় সমিতি বেড়ে হয়েছে ২, ৮৭৫টি। একই সঙ্গে এনজিও-র সংখ্যাও ২০১৮-১৯ সালে বেড়ে হয়েছে ৮,০৯২টি। ২০১৭-১৮ সালে যা ছিল ৭,৮০৬টি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বহির্রাজ্য থেকে ডিম আনতে ত্রিপুরা থেকে বছরে প্রায় ৬০ কোটি টাকা বেরিয়ে যায়। বর্তমানে ত্রিপুরায় বামুটিয়া এবং বিশালগড় এলাকায় ডিম উৎপাদনের ইউনিট রয়েছে যা থেকে বছরে প্রায় ৭৫ লক্ষ ডিম উৎপাদন হচ্ছে। তাই রাজ্যকে ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে সমবায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

'ভবিষ্যতে আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে রাহুল গান্ধীকে'

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): 'চৌকিদার চোর হ্যায়'-রাফাল চুক্তিতে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এই ভাষাতেই আক্রমণ করতে শোনা গিয়েছিল ততালীন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীকে। এই স্লোগান দিয়েই বিপাকে পড়েছিলেন বর্তমান কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। এমনকি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সঙ্গে নিজের বক্তব্য জুড়ে দিয়ে রাহুল বলেছিলেন, 'এবার সুপ্রিম কোর্টও মেনে নিল, চৌকিদার চুরি করেছেন।'

এই নিয়েই রাহুলের বিরুদ্ধে আদালত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর-পূর্ব করিডর তৈরির বিবেচনা করা হচ্ছেঃ রাজনাথ

ইটানগর, ১৪ নভেম্বর।। সরকার উত্তর-পূর্ব করিডোর তৈরির বিষয়ে বিবেচনা করছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আজ অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং-এ একাদশ বন্ধুত্ব দিবস অনুষ্ঠানে ভাষণকালে এতথ্য জানান। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন যে অরুণাচল করিডোর ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে স্থল সেতু হিসাবে কাজ করবে।

এই করিডোরটি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং বাণিজ্য ও পর্যটনকে উন্নীত করবে। পূর্ব নীতি আইন অনুযায়ী উত্তর পূর্ব অঞ্চলের উন্নয়নে সরকারের অগ্রাধিকারের কথা উল্লেখ করে রাজনাথ সিং বলেন যে প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সর্বাত্মক উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে ভারত। তিনি বলেন যে নতুন ভারতে যাওয়ার পথটি নতুন উত্তর-পূর্ব দিয়ে যায়।

সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে যোগাযোগের উন্নয়নের জন্য সরকারের সংকল্পের কথা উল্লেখ করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন যে এই দিক থেকে নেওয়া সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে সেলা পাস থেকে তাওয়াং পর্যন্ত টানেল নির্মাণ, প্যাসিঘাট বিমানবন্দর কমিশন, ইটানগরের নিকটবর্তী হোলঙ্গি বিমানবন্দর। এই কাজের মধ্যে এই অঞ্চলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

যান সন্ত্রাসের বলি দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। যান সন্ত্রাসের বলি হল দুই যুবক। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা রাত সাড়ে আটটা নাগাদ সোনামুড়া থানার অধীন সংহতী সেতু এলাকা। বাইক ও বুলেরো ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। নিহতরা হলেন প্রসেনজিৎ পাল (২৭) এবং অমিত সাহা (২৬)। আরো কয়েকজন আহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে, টিআর-০১-এফ-১৬১২ নম্বরের বুলেরো ট্রাক ও টিআর-০৭-বি-৬৭০২ নম্বরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাছিমায় আগুনে বিধ্বস্ত সিপিএম'র পার্টি অফিস পরিদর্শনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সহ বিধায়ক দলকে বাধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। একটা সরকার কতটা জনবিচ্ছিন্ন হলে মানুষের আস্থা ফেরানোর বদলে তাদের ভয় পাচ্ছে। বৃহস্পতিবার সিপাহিজলা জেলার অধীন মাছিমাবাজারে আগুনে বিধ্বস্ত অফিস পরিদর্শনে যাওয়ার পথে দুর্বৃত্তদের বাধা দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এভাবেই বিজেপিকে নিশানা করেছেন বিরোধী দলনেতা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সিপিএম-এর পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পুরণ করার বদলে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজেপির সহায়ক হবে না। বরং সময়ের সাথে রাজ্যের মানুষ ক্রমশ প্রতিবাদী হয়ে উঠবেন।

বৃহস্পতিবার মানিক সরকার বিধায়কদের এক প্রতিনিধি দলকে নিয়ে মাছিমাবাজারে আগুনে বিধ্বস্ত সিপিএম-এর পার্টি অফিস পরিদর্শনে যান। পথে তাদের বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। শুধু তা-ই নয়, মানিক সরকার গো-ব্যাক স্লোগান তুলে তাঁদের পথ আটকেছে দুর্বৃত্তরা, এমনই অভিযোগ বিরোধী দলনেতার। আজ তিনি সোনামুড়া পার্টি অফিসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, বিরোধীরা এ রাজ্যে থাকতে পারবেন না, এমনটা বলে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কারণ, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তাতে বিরোধীদের কোনও স্থান রয়েছে বলে তিনি মনে করছেন না। তবে, রাজ্যের মানুষ এই পরিস্থিতি মেনে নেবেন না বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, ক্রমশ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ বাড়ছে।

তিনি বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, একটা সরকার কতটা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে মানুষের আস্থা ফেরানোর বদলে তাদের ভয় পাচ্ছে। অবশ্য মানুষ যেভাবে প্রতিবাদী হয়ে উঠছেন তাতে তাদের ভয় পাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশের অর্থ ব্যবস্থার বেহাল দশা, বিক্ষোভ মিছিল, আরবিআই অফিস ঘেরাও কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। দেশের অর্থ ব্যবস্থার বেহাল দশার অভিযোগ এনে কংগ্রেস বৃহস্পতিবার রাজধানী শহর আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল ও আরবিআই অফিস ঘেরাও অভিযান করেছে। এ-বিষয়ে এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক ভূপেন বরা বলেন, দেশের অর্থ ব্যবস্থা কোমাচ্ছন্ন। তাই, আজ আমাদের রাস্তায় নামতে হয়েছে।

প্রসঙ্গত, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আজ ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস বিক্ষোভ মিছিল ও ঘেরাও কর্মসূচির আয়োজন করেছে। আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহানিতে অবস্থিত কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে মিছিল বের হয়। মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জ্যাকসন গেট সংলগ্ন আরবিআই অফিসের সামনে এসে তাঁরা ঘেরাও কর্মসূচি শুরু করেন। এদিন ওই কর্মসূচিতে কংগ্রেসের প্রাক্তন পরিষদীয় নেতা গোপাল রায়, প্রাক্তন পিসিসি সভাপতি বীরজিৎ সিনহা, পিসিসি সহ-সভাপতি পীযূষকান্তি বিশ্বাস, প্রাক্তন বিধায়ক সুবল ভৌমিক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অংশ নিয়েছেন। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দিয়েছেন এআইসিসি সাধারণ সম্পাদক ভূপেন বরা।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল। ছবি নিজস্ব।

এদিন ভূপেন বরা অভিযোগ তুলে বলেন, দেশের অর্থ ব্যবস্থা কোমায় চলে গিয়েছে। ২ কোটি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল, অথচ ৯০ লক্ষ লোক মোদী সরকারের শাসনে কাজ হারিয়েছেন। তাঁর আরও অভিযোগ, ত্রিপুরায় ঘরে ঘরে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার। কিন্তু এখন বেকারদের গো- ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ৩৮ ◘ ১৫ নভেম্বর ২০১৯ইং ◘ ২৮ কার্ত্তিক ◘ শুক্রবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সুপ্রিম কের্টের ঐতিহাসিক রায়

তথ্য জানিবার অধিকার আইনকে আরও বেশী শক্তিশালী ও অর্থবহ করিয়া দিলেন সুপ্রিম কোর্ট। তথ্য জানিবার অধিকারকে খর্ব করিতে যাহারা উৎসাহী তাহাদের কপালে ভাজ পড়িবার কথা। সুপ্রিম কোর্টে বুধবার প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈর নেতৃত্বধীন পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ ২০১০ সালের দিল্লী হইকোর্টের রায়ই বহাল রাখিল। ভারতের প্রধান বিচারপতির দপ্তরও একটি সরকারী কর্তৃপক্ষ, আর তাই তথ্যের অধিকার আইনের আওতাতেই পড়িবে এই প্রশাসনিক দপ্তর। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈর নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ জানাইয়া দিয়াছেন এখন হইতে তথ্যের অধিকার আইনের আওতায় আসিতে চলিয়াছে প্রধান বিচারপতির দপ্তরও। বিচারপতিদের মতামতের সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই এই রায় দিয়াছে শীর্ষ আদালত। তাহাতে বলা হইয়াছে 'প্রধান বিচারপতি সরকারী কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারভুক্ত। তথ্যের অধিকার এবং গোপনীয়তার অধিকার দুই একই মুদ্রার এপিঠ ও ওপিঠ। গত ২০১০ সালে প্রধান বিচারপতিকে আরটিআই'র আওতায় আনিবার ৮৮ পাতার সেই রায়ে ইহাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কোনও বিচারপতির স্বাধীকার নয়। বরং ইহার দায়িত্ব তাহার উপরই বর্তায়। দিল্লী হাইকোর্টের রায় বহাল রাখিবার পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্টের সেক্রেটারী জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় জনসংযোগ আধিকারীকের দায়ের করা তিনটি আপিলই খারিজ করিয়া দিয়াছে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ। এই রায় দিয়া সুপ্রিম কোর্ট স্মরণ করিয়া দিয়াছে আরটিআই-কে নজরদারীর হাতিয়ার হিসাবেও ব্যবহার করা যায় না। শীর্ষ আদালত বলিয়াছে স্বচ্ছতা রক্ষার কথাটিও মাথায় রাখা দরকার। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বিচারপতিদের সম্পত্তির বিবরণ জানিতে চাহিয়া ২০০৭ সালে এক সমাজ কর্মী তথ্য প্রকাশ না করায় সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশনের (সিআইসি) দ্বারস্থ হন। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য প্রকাশে নির্দেশ দেয় সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশন। সিআইসি'র এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয় দিল্লী আদালতে। সেই মামলাতেই দিল্লী হাইকোর্ট রায় দিয়াছিল প্রধান বিচারপতির দপ্তরও আরটিআই'র এক্তিয়ারভুক্ত। সর্বোচ্চ আদালতও সেই রায় বহাল রাখিয়া এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিলেন।

এই তথ্য জানিবার অধিকারও কি আজ যথাযথ ভাবে রক্ষিত হইতেছে? লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, তথ্য জানিবার অধিকারকে খর্ব করিবারও ষড়যন্ত্র চলিতেছে। তথ্য জানিবার অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তো সাহস ও মনোবল দরকার। কারণ এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল তো নিজেদের কুকর্ম ঢাকিতে অনেক দুষ্কর্মও করিতে পারে। দেশজুড়িয়া আরটিআই এক্টিভিস্টরা কি নিরাপদে আছেন? তাঁহারা তো প্রাণ সংশয়েও ভুগিতেছেন এমন অভিযোগও তো আছে। সুতরাং তথ্য জানিবার ক্ষেত্রে সেই সাহসী মানুষ কতজন আছেন? আর সম্ভবত এইজন্যই তথ্য জানিবার অধিকার থাকিলেও তাহা প্রয়োদ করিবার ক্ষেত্রে দূর্বলতাই আমাদের অনেক ইচ্ছারই রূপায়ণ হইতেছে না। তাই আজ প্রশ্ন উঠিতেছে এই 'অধিকারের' সার্থকতা কতখানি। অধিকার প্রয়োগে যদি সাহস দেখানো না যায় তাহা হইলে সেই অধিকার রক্ষিত হইবে কিভাবে? দেশব্যাপী তাই আরটিআই'র তেমন সগৌরব অভিযান দেখা যাইতেছে না। আজ সর্বোচ্চ আদালতে সুপ্রিম কোর্টে আরটিআই আইনের আওতায় ঘোষণা দেওয়ায় যে ইতিহাস রচিত হইল তাহা আমাদের দূর্বলতাকে দূরে সরাইয়া দিবার পক্ষে এক ধাপ আগাইয়া গেল।

কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এই ঐতিহাসিক আইন চালু করিয়া গিয়াছে। সেই আইন পরবর্তী সময়ে কিছুটা সংশোধিত হইয়াছে। তথ্য জানিবার অধিকার আরও বেশী শক্তিশালী করিবার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের মোদি সরকার নিশ্চয় উদ্যোগ নিবে। কারণ, এই আইন পারে সরকারের গতিপথকে সাবলীল রাখিতে। এই আইনকে দূর্বল করিলে এই আইনের সার্থকতাই থাকিবে না। তথ্য জানিবার এই অধিকার রক্ষায় সকল অংশের মানুষকে সক্রিয় হইতে হইবে।

হিমাচলের কুল্লুতে খাদে পড়ে গেল পিক-আপ গাড়ি, মৃত্যু দু'জনের

শিমলা, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল একটি পিক-আপ গাড়িউ বুধবার সন্ধ্যার ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দু'জনউ বৃহস্পতিবার সকালে কুল্লুর পুলিশ সুপার (এসপি) গৌরব সিং জানিয়েছেন, বুধবার সন্ধ্যায় কুল্লু জেলার ঘিয়াগি এলাকায় পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে যায় একটি পিক-আপ গাড়িউ দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশউ কিন্তু, প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হয়নি দু'জনকেউ এসপি জানিয়েছেন, দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল-রাম চান্দের (২১) এবং জগদীশ (২৩)উ রাম চান্দেরের বাড়ি সেহলি গ্রামে এবং জগদীশের বাড়ি বাগিপুল গ্রামেউ মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশউ মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

.রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন চালানোর অভিযোগ তুলে সুচির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের আর্জেন্টিনায়

বুয়েনোস আইরেস, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : রোহিঙ্গাদের উপর নির্মম নির্যাতন চালানোর অভিযোগে নোবেলজয়ী নেত্রী আঙ সাং সুচি বিরুদ্ধে বুধবার আর্জেন্টিনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। মায়ানমারের শীর্ষ সেনাকর্তাদের নামও এই মামলায় রয়েছে। প্রসঙ্গত এই প্রথম রোহিঙ্গা ইস্যুতে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হল সুচির বিরুদ্ধে।

বুধবার রোহিঙ্গা ও লাতিন আমেরিকার মানবাধিকার গোষ্ঠীর তরফে মামলাটি দায়ের করা হয়। মামলায় মায়ানমারের সেনাপ্রধান মিন অং হ্লাইয়াংসহ শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিচার দাবি করা হয়েছে। সুচি সহ দেশটির সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বে হুমকি সৃষ্টি করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

আর্জেন্টিনায় 'ইউনিভার্সাল জুরিসডিকশনের' নীতিতে মামলাটি করা হয়, যা মূলত একটি আইনি ধারণা, বিভিন্ন দেশের আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের মত ঘটনায় এ মামলা করা যায়। আইনজীবী টমাস ওজি বলেন, মামলার অভিযোগে মায়ানমারের গণহত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের নিষেধাজ্ঞাসহ শাস্তি চাওয়া হয়েছে। তাঁদের অন্য কোথাও মামলা করার সুযোগ না থাকায় আর্জেন্টিনার আদালতে মামলা করা হয়েছে।

বার্মিজ রোহিঙ্গা অর্গানাইজেশন ইউকের প্রেসিডেন্ট তুন খিন বলেন, দশকের পর দশক ধরে মায়ানমার কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। হত্যার মত কর্মযজ্ঞ চালিয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করছে।

উল্লেখ, করা যেতে পারে মায়ানমারের আরাকান প্রদেশে রোহিঙ্গাদের উপর সামরিক দমনপীড়ন নীতি ফলে তাঁরা উদ্বাস্তু হয়ে বাংলাদেশ এবং ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের চাপে বাড়তি বোঝা পড়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর। অন্যদিকে ভারত সিদ্ধান্ত নিয়েছে রোহিঙ্গাদের আর ঢুকতে দেওয়া হবে না।

টি এন শেষন এক বর্ণময় ব্যক্তিত্ব

গৌতম রায়

প্রশাসন আর প্রশাসকদের উপরে দেশের মানুষের আস্থার পরিমাণটা যখন ক্রমশ তলানিতে ঠেকছে, এইরকম একটা সময়ে যিনি আমলাতন্ত্রে অঙ্গীভূত হয়েও, আমলাতন্ত্রের আনুষ্ঠানিকতার বাইরে বেরিয়ে এসে, সাম্প্রতিক অতীতে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশাসন এবং প্রশাসকদের সম্পর্কে একটা আস্থার পরিবেশ তৈরি করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই টি এন শেষনের সম্প্রতি জীবনাবসান হয়েছে। ভারতের নির্বাচন কমিশনার হিসেবে টি এন শেষন সম্ভবত প্রথম এবং এখনও পর্যন্ত একমাত্র বর্ণময় ব্যক্তিত্ব। দেশের প্রথম নির্বাচন কমিশনার বাঙালি আইসিএস সুকুমার সেনের স্মৃতি একনকার প্রজন্মের মানুষের কাছে প্রায় ঝাপসা হয়ে এসেছে। সদ্য স্বাধীন দেশের ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত নিরক্ষর নির্বিশেষে সকলের ভোটাধিকার নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে একটা সামগ্রিক রূপরেখা প্রণয়নে সুকুমার সেন যে ভূমিকা এবং অবদান রেখেছিলেন, শেষন সেই পটভূমিকাকেই সময়ের ও অভিজ্ঞতার নিরিখে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার দিকে উপনীত করার চেষ্টা করেছিলেন।

সুকুমার সেনের পর বহু মানুষ দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের অঙ্গন থেকে যথেষ্ট দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও দেশের প্রতিচি মানুষের নির্বাচনী অধিকার সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে, নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে, বিশেষ করে জাল ভোট ও ছাপ্পা ভোটকে রোখার ভাবনাকে কেন্দ্র করে প্রথম নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেন যে ভাবনা চিন্তাগুলো করেছিলেন, সেই সমস্ত পরিকল্পনাগুলো করেছিলেন শেষন।

আজকের ভারতবর্ষে প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তার প্রতিটি ক্ষেত্রে ভোটার কার্ডের গুরুত্বের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। অথচ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শেষনের অনড় অবস্থানকে 'পাগলামো' বলতে প্রকাশ্যে দ্বিদাবোধ করেননি। ভোটার কার্ড প্রণয়ন ঘিরে সেদিন শেষনের যে অনড় অবস্থান, সেই অবস্থান নিয়ে পশ্চিবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু যে ধরনের মন্তব্য করেছিলেন তা জ্যোতিবাবুর সামগ্রিক রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে কতখানি সঙ্গতি পূর্ণ, তা নিয়েও ঘোরতর বিতর্ক রয়েছে।

শাসক বিরোধী সব শিবিরের সমস্ত রকমের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও প্রতিটি ভোটারের সচিত্র পরিচয়পত্রে বিষয়টি থেকে কিন্তু শেষন সরে আসেননি। কোনওরকম আপস করেননি। যে প্রশ্নগুলি রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে তোলা হচ্ছিল, সেগুলির প্রাসঙ্গিকতা যথেষ্ট ছিল। ভারতবর্ষের একটা বড় অংশের মানুষের মাথাগোঁজার ঠাই নেই। তাঁরা দুবেলা-দু'মুঠো

খেতে পান না। এইসব মানুষজন, এই সবিত্র পরিচয়পত্র কীভাবে নিজেদের কাছে সুরক্ষিত রাখতে পারবেন এবং পরবর্তী ভোটের সময় সেই সচিত্র পরিচয়পত্র দাখিল করে তাঁদের নাগরিক অধিকার জ্ঞাপন করবেন---এই প্রশ্নটি বড় হয়ে উঠলেও, শেষন তাঁর আমলা জীবনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন যে রাজনৈতিক দলগুলির ভোট জালিয়াতি রুখবার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

শেষন অনুভব করেছিলেন যে, সচিত্র পরিচয়পত্রের ভিতর দিয়ে সামগ্রিকভাবে ভোট জালিয়াতির অবসান হয়ত সম্ভবপর হবে না, তবু বোট জালিয়াতি রুখবার জন্য এই যে উদ্যোগ, সেটি যদি গ্রহণ করা না হয়, তাহলে আগামী দিনে গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত স্তরের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির নির্বাচনব্যবস্থা কার্যত একটা প্রহসনে পরিণত হবে।

এই দূরদৃষ্টির তাগিদ থেকেই শেষন সমস্ত রাজনৈতিকদলের যাবতীয় উপহাসকে উপক্ষো করে সচিত্র পরিপয়পত্রের প্রশ্নে কার্যত একগুঁয়ে অবস্থান নিয়েছিলেন। আজ সবাই স্বীকার করেন।

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাদেশিক সম্পাদক গৌতম দাশ প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন, ত্রিপুরা কংগ্রেস সরকার তাদের মেয়াদ শেষে নির্বাচনের সময়ে ভয়াবহ ভোট ডাকাতির উপক্রম করেছিল। যে পদ্ধতিতে তারা তাদের রাজ্যের বিগত নির্বাচনে দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সন্তোষমোহন দেবের নেতৃত্বে ভোট ডাকাতির ভিতর দিয়ে ক্ষমতাসীন হয়েছিল ত্রিপুরা রাজ্যে, সেই পদ্ধতি পুনঃ প্রয়োগের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ত্রিপুরা তৎকালীন কংগ্রেস সরকার করে ফেলেছিল। গোটা বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে দেশের তৎকালীন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শেষনকে জানায় সেই সময়ের বিরোধী বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি। সঠিক তথ্যপ্রমাণ পাওয়ার পর, সেই নির্বাচনকে যথাযথ করতে, সমস্ত মানুষ যাতে সুনির্দিষ্টভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে, রাজনৈতিক দল পরিচালিত প্রশাসনকে অতিক্রম করে, দেশের সংবিধান নির্বাচন কমিশনকে যে দায়িত্বভার অর্পণ করেছে, সেই দায়িত্বভারের সঠিক প্রয়োগ ঘটিয়ে, ত্রিপুরায় একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার যাবতীয় ব্যবস্থা মূলত শেষন উদ্যোগী হওয়াতেই সম্ভবপর হয়েছিল। সেই নির্বাচনে সাধারণ মানুষ অবাধে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার ফলে, বামপন্থীরা সে রাজ্যে আবার ক্ষমতাসীন হয়। টি এন শেষনের মৃত্যুর অব্যবাহিত পরে, সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করে সিপিএমের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক গৌতম দাশের এই মূল্যায়ন একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত হিসেবে বর্তমান অস্থির রাজনৈতিক সময়ের বুকে

> কিছু কিছু রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রকাশ্যে বলছেন, মানুষ ইভিএমের যে বোতামটি টিপুক না কেন, একটি দলের চিহ্নেই ভোট যাবে। এইরকম কথা বলবার পরেও, কিন্তু সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে সেই নেতাদের বিরুদ্ধে কোনওরকম সতর্কতা বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। ফলে ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের ভেতরে ইভিএম যন্ত্র নিয়ে একটা সংশয়ের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে।

চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

সচিত্র পরিচয়পত্র ঘিরে শেষনের ভূমিকা নিয়ে জ্যোতি বসুর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে আজও বহু মানুষ নানা ধরনের রাজনৈতিক মন্তব্যের মাধ্যমে বামপন্থীদের অসম্মান, অমর্যাদা করে থাকে। কিন্তু বামপন্থীরা ইতিহাসের নির্মম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে ব্যতিক্রমী, সেই কথাটি আজ শেষনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সেদিনের ত্রিপুরায় অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে শেষনের নিরপেক্ষ ভূমিকা প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে গৌতম দাশের শ্রদ্ধার্ঘ্যের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে।

শেষন নির্বাচন পরিচালনার বিষয়াবলিকে অবাধ করবার তাগিদে সচিত্র পরিচয়পত্রের যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সেই উদ্যোগটিও সম্পূর্ণ সফল হয়েছে একথা বলা যায় না। কারণ নানা সময় নানাভাবে নকল পরিচয়পত্র তৈরির নানা খবর আমরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে জানতে পারি। তা সত্ত্বেও বলতে হবে, জরুরি অবস্থা থেকে শুরু করে ভি পি সিংয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে হরিয়ানার মেহাম নির্বাচন কেন্দ্রে নির্বাচনী অনাচার ঘিরে সাধারণ মানুষের ভিতরে যে প্রবল হতাশার পরিবেশ রচিত হয়েছিল, তার জের নির্বাচনী পরিমণ্ডলকে অতিক্রম করে প্রশাসনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পড়তে শুরু করেছিল।

গোটা বিষয়টি দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে এক ধরনের ভয়াবহ বিপদের সম্ভাবনা তৈরির ইঙ্গিত দিচ্ছিল। এই প্রেক্ষিতকে প্রতিরোধ করে, প্রশাসন, আমলাতন্ত্রের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে টি এন শেষন একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেছেন, শেষন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার থাকাকালীন দু'একটি জায়গায় পরীক্ষামূলভাবে ইভিএম যন্ত্র ব্যবহার করা হলেও, মূলত পোস্টাল ব্যালটেরই প্রচলন ছিল তখন।

এখন ভারতবর্ষের প্রায় সবকটি নির্বাচনেই ইভিএমের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ হয়। এই ইভিএম ঘিরেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে নানা ধরনের অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতারা প্রকাশ্যে ইভিএম ঘিরে যে ধরনের মন্তব্য করছেন, তাতে ইভিএমের রিপেক্ষতা নিয়ে সাধারণ মানুষের সংশয়ী হয়ে ওঠাটা বিচিত্র কোনও ব্যাপার নয়। ওই সংশয় দূর করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন আজ পর্যন্ত কোনও দৃঢ় অবস্থান নেয়নি। ইভিএম ঘিরে যে অভিযোগ, সেটির কোনও সারবত্তা আছে কিনা, তা নিয়ে সুস্পষ্টভাবে নির্বাচন কমিশন আজ পর্যন্ত প্রকাশ্যে কিছু বলেনি। অপরপক্ষে কিছু কিছু রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রকাশ্যে বলছেন, মানুষ ইভিএমের যে বোতামটি টিপুক না কেন, একটি দলের চিহ্নেই ভোট যাবে। এইরকম কথা বলবার পরেও কিন্তু সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে সেই নেতাদের বিরুদ্ধে কোনওরকম সতর্কতা বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। ফলে ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের ভেতরে ইভিএম যন্ত্র নিয়ে একটা সংশয়ের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। তাই সাধারণ মানুষের কাছে এখন বারবারমনে হচ্ছে টি এন শেষনের মতো একজন ব্যক্তিত্ব যদি নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বে থাকতেন তাহলে হয়ত এই সংশয়ের পরিবেশটা তৈরি হত না। বস্তুত শাসককে তোয়াক্কা না করে নিজের বিবেক অনুযায়ী সততার সঙ্গে প্রশাসনের নিজের ভূমিকা পালন করবার যে দৃষ্টান্ত ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শেষন রেখে গেছেন, তেমন ভূমিকাতে কোনও আমলাকে আবার দেখবার জন্য হয়ত আমাদের আরও বহুকাল অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ভারতের রপ্তানী আয় বৃদ্ধি স্বপ্ন মাত্র

ড. দেবনারায়ণ সরকার

ভারতকে ২০২৫ অর্থবছরে ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতি করে তুলতে যে রফতানি আয় ১ লক্ষ কোটি ডলার ছোঁয়া জরুরি তা একাধিকবার বলেছেন মোদি। অথচ ২০২০ অর্থবছরে ভারতেরমোট রফতানি আয় এই লক্ষ্যে প্রায় অর্ধেক (প্রায় ৫০ হাজার কোটি ডলার)। অর্থাৎ ৫ বছরের ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতিতে পৌঁছতে গেলে আমাদের রফতানি আয় ৫ বছরে দ্বিগুণ বাড়াতে হবে। কিন্তু বাস্তবে এটা কতখানি সম্ভব? ২০১১-১২ অর্থবর্ষ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষ পর্যন্ত সময়ে অর্থাৎ গত ৭ বছরে ভারতের পণ্য রফতানি বৃদ্ধির হার গত বছরে মাত্র ৭.১৬ শতাংশ। ওই একই সময়ে পরিষেবা ক্ষেত্রে রফতানি বৃদ্ধি গড়ে বছরে মাত্র ৬.৩৭ শতাংশ। অর্থাৎ গত ৭ বছরে ভারতেরপণ্য ও পরিষেবা মিলিয়ে গড়ে বছরে রফতানি আয় বেড়েছে প্রায় ৭ শতাংশ। ৫ বছরে এই হারে রফতানি আয় বাড়লে ২০২৫ সালে ভারতের মোট রফতানি আয় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। ফলে ৫ বছরে দ্বিগুণ রফকানি আয় বৃদ্ধি কার্যত অসম্ভব এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এটাও মোদি সরকারের ২০২২ এর মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধির মতো জুমলা। অবশ্য গত ২৬ শে জুলাইন কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী পুরুষোত্তম রূপালা পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তর পর্বে কার্যত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে কৃষিতে এখনকার ঢিমে বৃদ্ধি জরুরি থাকলে সেই লক্ষ্য ছোঁয়া অসম্ভব। রফতানি আয়ের ক্ষেত্রেও ২০২৫-এ দ্বিগুণ রফতানি আয় বাড়ানো যে অসম্ভব তাও আগামীতে সরকারিভাবে স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

পণ্য রফতানির অবস্থা মোদি আমলে খুবই বিবর্ণ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দেশের পণ্য রফতানি আয় ছিল ৩১৪.৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মোদি সরকার তার প্রথম ৪ বছরে অর্থাৎ ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত সময়কালেও ইউপিএ আমলে শেষ বছরের অর্থাৎ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের পণ্য রফতানি আয়ের সীমা অতিক্রম করতে পারিনি। শুধুমাত্র গত অর্থবর্ষেই (২০১৮-১৯) ২০১৩-১৪ অর্থবছরের পণ্য রফতানির আয়ের সীমা অতিক্রম করতে পেরেছিল। অদৃশ্যমান বা পিরষেবাগত রফতানি আয়ও মোদির আমলে মোটেই আশাপ্রদ নয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পরিষেবা ক্ষেত্রে আয় ছিল ১৫৮.১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এটি বেড়ে দাঁড়ায় ২০৫.৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ মোদির আমলে পরিষেবা ক্ষেত্রে রফতানি আয় বেড়েছে বছরে গড়ে ৭৬৫ শতাংশ। ইউপিএ আমলেও পরিষেবা ক্ষেত্রে রফতানি আয়ের বৃদ্ধি গড়ে প্রায় একই ছিল। ২০২৫ অর্থবছরের মধ্যে পরিষেবা ক্ষেত্রে রফতানি আয়ের বৃদ্ধির কমবেশি অপরিবর্তিত থাকার সম্ভবনা। ফলে মাত্র ৫ বছরে পরিষেবা ক্ষেত্রে রফতানি আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধি কার্যত অসম্ভব।

পণ্য রফতানি আয়ের ক্ষেত্রেও অবস্থা কমবেশি একইরকম। পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে অধিকাংশ দেশের সঙ্গে আমাদের উদ্বৃত্তের পরিবর্তে ঘাটতি ক্রমশ বাড়ছে। চিন, আমেরিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলির সঙ্গে রফতানি বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতি ক্রমশ বাড়ছে। যেমন ২০১৮ অর্থবছরে আমেরিকারসঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি ২০.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমেরিকারথেকে পণ্য রফতানি আয় ছিল ৩৩.৫ বিলিয়ন ডলার এবং আমদানি বাবদ ব্যয় ছিল ৫৪.৩ বিলিয়ন ডলার। ২০০৮ সালের তুলনায় আমেরিকা থেকে ভারতে রফতানি প্রায় ৮০ শতাংশ বেড়েছে। কিন্তু ভারত থেকে আমেরিকায় রফতানি বৃদ্ধির হার যথেষ্ট কম। চিনের ক্ষেত্রে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি ৫৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চিন থেকে আমদানি করা হয়েছে ৭০.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য। অথচ আমরা চিনে রফতানি করেছি মাত্র ১৬.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য। এটা ঘটনা যে বাজার ছেয়ে ফেলা সস্তার চিনা পণ্যের সঙ্গে দামের লড়াইয়ে নাভিশ্বাস উঠেছে আমাদের দেশে ছোট শিল্প ও ব্যবসায়ীদের। সস্তা বালতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক পণ্য হয়ে দীপাবলিরএলইডি আলো-বহু বিষয়ে ভারতের বাজারে বড় ভাগ বসিয়েছিল চিন। চিন, আমেরিকা ছাড়াও অন্যান্য অধিকাংশ দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি ক্রমশ বাড়ছে।

আপাতত প্রস্তাবিত মুক্ত বাণিজ্য

> রফতানিতে বহু সমস্যা বহু পুরনো। পরিকাঠামোর অভাব, পণ্য উৎপাদন ও পরিবহনের চড়া খরচ। লাল ফিতের ফাঁসে প্রকল্পে দেরি, শ্রমিকদের অভাব ছাড়াও আমাদের পূর্বে তাকানোর নীতিও ব্যর্থ।

চুক্তিতে (আরসিপিআই) সই করা থেকে ফিরে এসেছে ভারত। এটা ঘটনা যে আরসিপিআইয়ের ১৫টি দেশের সঙ্গে ২০১৮-১৯ অর্থবছরেই ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি ১০৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই চুক্তি করলে আমরা বাণিজ্যি ঘাটতির দুষ্টচক্রে পড়তে বাধ্য হতাম। কিন্তু প্রশ্ন হল, বর্তমানে যেখানে সামগ্রিক রফতানি আয় প্রায় ৫০ হাজার বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেখানে ২০২৫-এ কীভাবে এটা দ্বিগুণ বাড়বে? রফতানিতে বহু সমস্যা বহু পুরনো। পরিকাঠামোর অভাব, পণ্য উৎপাদন ও পরিবহনের চড়া খরচ। লাল ফিতের ফাঁসে প্রকল্পে দেরি, শ্রমিকদের অভাব ছাড়াও আমাদের পূর্বে তাকানোর নীতিও ব্যর্থ। তাছাড়া বর্তমানে পরিকাঠামো থেকে শুরু করে শিল্প সমৃদ্ধি একেবারে তলানিতে। বাড়ছে বেকারত্ব। ফলে ২০২৫ -এ রফতানি আয় দ্বিগুণ বৃদ্ধির আশা অসম্ভব।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

নেতিবাচক রাজনীতির কারণে বিএনপি'র অস্তিত্ব থাকবে না : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৪।। বিদেশ থেকে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সম্প্রতি বিএনপি'র কয়েকজন সিনিয়র নেতার দল ত্যাগের বিষয়টি তুলে ধরে তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, নেতিবাচক রাজনীতির কারণে বিএনপি'র অস্তিত্ব থাকবে না।

বৃহস্পতিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের একটি মিলনায়তনে আয়োজিত উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর স্মরণসভায় তথ্যমন্ত্রী এ কথা বলেন ।নেতিবাচক রাজনীতির জন্য বিএনপি'র কঠোর সমালোচনা করে দলটির রাজনীতিকে জনকল্যাণ বিরোধী উল্লেখ করে তিনি বলেন, অদূর ভবিষ্যতে দলটি আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে ।ড়হাছান আরো বলেন, বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ, এমনকি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরেরও দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নিজের মত প্রকাশের অধিকার নেই।

সুর সসাট উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ'র ৪৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এই স্মরণ সভার সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কামাল হোসেন মাহমুদ ।তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিএনপি'র সব সিদ্ধান্তই বিদেশ থেকে আসে ।আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড় হাছান আরো বলেন,এ জন্য বিএনপি'র অনেক সিনিয়র নেতা দল ত্যাগ করছেন। বিএনপি'র এই বাস্তব বিবর্জিত রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। তারা সাধারণ মানুষের উপর যে হামলার রাজনীতি করে আসছে তা থেকেও তাদের ফিরে আসাতে হবে ।তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিএনপি সাধারণ মানুষের কল্যাণে রাজনীতি করে না। তারা তাদের নিজ স্বার্থে রাজনীতি করে। বিএনপি নেতাদের দল ত্যাগের ব্যাপারে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এক মন্তব্যের সমালোচনা করে হাছান মাহমুদ আরো বলেন,এখন বিএনপি'র অনেক নেতা আত্মতুষ্টি পেতে পারেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে দলটির সিনিয়র নেতৃবৃন্দের দলত্যাগের তালিকা আরো দীর্ঘ হতে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে বিএনপি তাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারবে।

তিনি বলেন,বিদেশ থেকেই বিএনপি'র সব অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তাই দলের সিনিয়র নেতারা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। আর এ জন্যই দলটি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ।তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিএনপি'র অনেক নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের সাথে যোগাযোগ করেছে। কিন্তু এখন আর কাউকেই আওয়ালী লীগে নেয়া সম্ভব নয় ।হাছান বলেন, আওয়ামী লীগ সব সময়ই শক্তিশালী বিরোধী দল চায় ।গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল প্রয়োজন। আমরা বিএনপিসহ সব বিরোধী রাজনৈতিক দলকেই শক্তিশালী হিসেবে ও গণমানুষের পক্ষে কাজ করতে দেখতে চাই।

সঙ্গীত জগতে উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ'র অবদানের কথা স্মরণ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি তার সৃজনশীলতা ও গানের জন্য সংস্কৃতি অঙ্গণে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

যুবকদের প্রতি খেলাধূলা ও সংস্কৃতিক কর্মকা- সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে হাছান বলেন, দেশকে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও সামাজিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করার জন্য ক্রীড়া ও সংস্কৃতির কোন বিকল্প নেই। সভায় অন্যান্যর মধ্যে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের ঢাকা দক্ষিণ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক হেদায়েতুল ইসলাম স্বপন ও কাজী মোর্শেদ কামাল, প্রচার সম্পাদক আকতার হোসেন, সাবেক অতিরিক্ত সচিব মনিরুজ্জামান ও বঙ্গবন্ধু সংস্কৃতিক জোট (বিএসজে)'র সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজগুবি কথা বলছেন: রিজভী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৪।। রোহিঙ্গা সঙ্কটের সঙ্গে জিয়াউর রহমানকে জড়িয়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্যকে 'আজগুবি' বলেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

নয়া পল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে দলের তিনি বলেন, গতকাল সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, রোহিঙ্গা সমস্যা জিয়াউর রহমানের সৃষ্টি। রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়ে নিজেদের অনতিক্রম্য দুর্বলতা ও ব্যর্থতার গ্লানি ঢাকতেই পর্ধানমন্ত্রী আজগুবি কথা বলছেন, অসত্য কথা বলছেন ।ইতিহাস সাক্ষী, দেশের জনগণ সাক্ষী, মিয়ানমার বারবার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠিকে বাংলাদেশের দিকে ঠেলে দিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। ১৯৭৮ সালে সেটি শক্ত হাতে মোকাবিলা করেছেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। ১৯৯২ সালেও রোহিঙ্গা সংকট কঠোর ও সফলভাবে মোকাবিলা করেছেন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

রিজভী বলেন,এটা তো ইতিহাসে লেখা আছে। আজকে অনেকেই বলছেন। ডাকসুর ভিপি কয়েকদিন আগে একটি বক্তৃতার মধ্যে বলেছেন, এটি (রোহিঙ্গা সমস্যা) আটাত্তর সালে ও বিরানব্বই সালে সফলভাবে সমাধান করা হয়েছে। আজকে এই যে চারিদিক থেকে কথাগুলো হচ্ছে, বিএনপির অর্জনগুলো নিয়ে মানুষ প্রশংসা করছে এতেই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন সরকার প্রধান। তখন সরাসরি তিনি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও দেশনায়ক তারেক রহমান- এদের বিরুদ্ধে অসত্য কথা বলেন, মনগড়া কথা বলেন, ভিত্তিহীন কথা বলেন।

রোহিঙ্গা সঙ্কটকে জাতীয় সঙ্কট হিসেবে উল্লেখ করে তিনি সরকারের উদ্দেশে বলেন,আমরা আবারও বলছি, রোহিঙ্গা সংকট দলীয়ভাবে দেখার বিষয় নয়, এটা একটা জাতীয় সঙ্কট। এই সঙ্কট বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন। ফলে জাতীয় সংলাপ ডাকুন। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়ে সংলাপে বসুন। রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান ।খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি হয়েছে দাবি করে রিজভী বলেন, সুচিকিৎসার অভাবে ৭৫ বছর বয়স্ক চার বারের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা দিন দিন আশংকাজনকভাবে অবণতি ঘটছে।

পিজি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকারের শেখানো বক্তব্য ও ব্যাখ্যা দিলেও সুচিকিৎসার কোনো পদক্ষেপই নেয়নি। গত এক সপ্তাহে কোনো চিকিৎসক বেগম খালেদা জিয়াকে দেখতে যাননি। তার হাতে যে ব্যথা ছিল তা পা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে, সারা শরীরে প্রচ- ব্যথা। তার ডান পায়ের গোড়ালিতে ফোড়ার কারণে সেই যন্ত্রণা আরও তীব্রতর হয়েছে ।সরকারি চিকিৎসকরা দেশনেত্রীকে চিকিতসা করছেন না। তার জরুরি ভিত্তিতে উন্নত চিকিৎসা প্রয়োজন। আমরা মনে করি, এই সরকার অন্ধ প্রতিহিংসার বশে বেগম খালেদা জিয়াকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতেই তার সুচিকিৎসা প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তার প্রাপ্য জামিনে সরাসরি বাধা দেওয়া হচ্ছে। নগ্নভাবে আদালতের ওপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। তার স্বাস্থ্য নিয়ে অসত্য সংবাদ পরিবেশন করতে বাধ্য করা হচ্ছে, যা এক ভয়াবহ চক্রান্তের বর্ধিত প্রকাশ। সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য আবদুস সালাম, শাহিদা রফিক, মামুন আহমেদ, প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুস সালাম আজাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সন্ত্রাস, জঙ্গি ও মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে কাজ করছে সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৪।। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, আগামী প্রজন্মের জন্য সন্ত্রাস, জঙ্গি, ইটিজিং ও মাদকমুক্ত দেশ গড়তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নের্তৃত্বে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

মন্ত্রী বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়মনসিংহ পুলিশ লাইন্স মাঠে বির্তক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ও কমিউনিটি পুলিশিং মহাসামবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন ।অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুলিশ সুপার শাহ আবিদ হোসেন। এ সময় এক প্রীতি বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ২০০৮ সালে সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি ঘোষণা করেছেন। পুলিশসহ অন্যান্য আইনশৃংখলা বাহিনীর সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নসহ যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম বলে মন্তব্য করেন স্বরাস্ট্রমন্ত্রী।

তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল এখন মানুষ ঘরে বসেই পাচ্ছে। এখন থেকে মানুষ লস্ট এন্ড ফাউন্ড বিষয়ে থানায় (ময়মনসিংহ জেলার কোতয়ালী মডেল ও ভালুকা মডেল থানায়) ডায়রি ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ঘরে বসেই অনলাইনে করতে পারছেন, ভবিষ্যতে অন্যান্য বিষয়েও পুলিশী সেবা অন্তর্ভূক্ত করা হবে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন স্বরাস্ট্রমন্ত্রী ।মুজিব বর্ষে যুক্তির পথে সত্যকে জানবো, অন্ধকার ঠেলে সমৃদ্ধ ময়মনসিংহ গড়বো এই শ্লোগান নিয়ে ময়মনসিংহ পুলিশ লাইন্স মাঠে বৃহস্পতিবার দুপুরে মাদক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, সন্ত্রাস, ও জঙ্গিবাদ বিরোধী এবং নিরাপদ সড়ক আন্দোলন বিষয়ে আন্তঃজেলা পুলিশ সুপার বির্তক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।

এর আগে তিনি '১৯২১ থেকে ১৯৭১ কোথায় নেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান', বঙ্গবন্ধুর বিশাল ছবিতে লেখা বিভিন্ন ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, ৩০ ফুট উচুঁ 'চেতনায় অম্লান' যেখানে ৬দফা ৯ মাসের যুদ্ধ, পালতোলা বড় নৌকা, ডিঙ্গি নৌকা, ফোয়ারা ইত্যাদির উদ্বোধন করেন স্বরাস্ট্রমন্ত্রী। দেশবরেন্য লেখক ও শিক্ষাবিদ ড় মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, যাদুশিল্পী জুয়েল আইচসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ এমপি ও সংসদ সদস্য মনিরা সুলতানা মনি উপস্থিত ছিলেন ।এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড় লুৎফুল হাসান, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড় এ এইচ এম মোস্তাফিজুর রহমান, ময়মনসিংহ সিটির মেয়র ইকরামুল হক টিটু, বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান এনডিসি ও ডিআইজি নিবাস চন্দ্র মাঝি, জেলা প্রশাসক মোঃ মিজানুর রহমান, জেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি অ্যাডভোকেট জহিরুল হক খোকা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

দেশের জনগন ক্ষুদ্র ঋণের প্রত্যাশিত সুফল পায়নি : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৪।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরে বলেছেন, কেউ কেউ এর প্রবক্তা হিসেবে নাম-যশ কামালেও বাস্তবতা হচ্ছে যে দেশের জনগণ এর অতটা সুফল পায়নি।

তিনি বলেন,এক সময় আমরা দেখেছি ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে (কর্মসূচি) কেউ কেউ খুব বাহবা নেয়ার চেষ্টা করেছেন। এক সময় আমরাও এটাকে সমর্থন দিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম যে এর মাধ্যমে বুঝি মানুষ দরিদ্র্যসীমার ওপরে উঠতে পারবে ।কিন্তু যখন আমরা বিষয়টা আরো গভীরভাবে দেখলাম, তাতে দেখলাম, আসলে এর মাধ্যমে দারিদ্র ঠিক বিমোচন হয় না। দারিদ্র লালন-পালন হয়, যোগ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) আয়োজিত 'উন্নয়ন মেলা ২০১৯' উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন ।প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং পিকেএসএফ'র বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে সাত দিনব্যাপী এ মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্ষুদ্র ঋণটা স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতা শুরু করেছিলেন। যদিও আমাদের দেশে কেউ কেউ ক্ষুদ্র ঋণের প্রবক্তা সেজে বিশ্বে ভাল নাম টামও করে ফেলেছেন। কিন্তু দেখা গেছে হয়তো নিজে যতটা নাম কামিয়েছেন দেশের মানুষ ততটা শুভফল পায়নি, এটা হলো বাস্তব ।জাতির পিতা বিআরডিবি'র মাধ্যমে এই ক্ষুদ্র ঋণ দেয়া শুরু করেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, মানুষকে কিভাবে সমবায়ের মাধ্যম একত্রিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করে তাদেরকে কিভাবে দারিদ্রসীমার থেকে বের করে আনবেন সেই পরিকল্পনাটাই জাতির পিতা নিয়েছিলেন।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন এবং পিকেএসএফ চেয়ারম্যান ড় কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ।পিকেএসএফ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মইনুদ্দিন আবদুল্লাহ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ।মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাগণ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, উর্ধতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার এবং মিশন প্রধানগণসহ বিদেশি কূটনিতিকবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কৃষকদের কল্যাণ ও দারিদ্র নিরসন এবং কৃষির উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য সাবেক কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরীকে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার দেয়া হয় ।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সম্মাননা স্মারক মতিয়া চৌধুরীর হাতে তুলে দেন। পুরস্কার হিসেবে একটি সম্মাননাপত্র, ক্রেস্ট এবং ৫০ হাজার টাকার চেক দেয়া হয় ।গ্রামীণ এলাকা থেকে পিকেএসএফ'র সহযোগী প্রতিষ্ঠানসহ, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, গবেষণা ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এবং সেবামুখী সংগঠনসহ ১৩০টি সংস্থার মোট ১৯০টিরও বেশি স্টল মেলায় স্থান পেয়েছে ।মেলায় রয়েছে তৃণমূল পর্যায়ের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কৃষি, খাদ্য এবং প্রচলিত পণ্য। এছাড়া, ৭ দিনে ৫টি সেমিনারও অনুষ্ঠিত হবে মেলায়। মেলা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত চলবে।

২১ বছর পর দেশ পরিচালনায় এসেই আওয়ামী লীগ সরকার দারিদ্রকে দেশের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন,দারিদ্রের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়তে হবে এবং মানুষকে মুক্তি দিতে হবে। সে লক্ষ্যে আমাদের স্বল্প মেয়াদি, দীর্ঘ মেয়াদি এবং আশু পরিকল্পনা প্রণয়ন করি।

মূলত, বিরোধী দলে থাকার সময়েই সরকারে গেলে দারিদ্র বিমোচনের কর্মসূচি পালনের পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ শুরু করে আওয়ামী লীগ এবং তারই ধারবাহিকতায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন ।তিনি বলেন, '৯৬ থেকে ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ সরকার পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের পাশাপাশি ১০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর এমডিজি'র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করে এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা চলছে এবং এগিয়ে চলছে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ ।এর সাথে সাথে ২০১০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ১০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন চলছে এবং ২০২১ থেকে ২০৪১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ কিভাবে গড়ে উঠবে সেই প্রেক্ষিত পরিকল্পনার খসড়া ইতোমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে, বলেন তিনি ।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতির পিতার হাতে গড়া সংগঠন। কাজেই সব সময় জনকল্যাণে কাজ করে যাওয়াই দলটির কাজ। যার প্রতিটি পদক্ষেপের লক্ষ্যই হচ্ছে, টেকসই উন্নয়ন এবং এসডিজি'র বাস্তবায়ন ।স্বৈরশাসকদের প্রশাসনিক দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী এটিকেও তাদের শাসনামলে বাংলাদেশের উন্নয়ন না হওয়ার একটি কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন ।তিনি বলেন,যখন মিলিটারি ডিক্টেটররা ক্ষমতায় থাকে তখন সরকার থাকে দুর্বল। কেননা তাদের কোন ভিত্তি থাকে না। অর্থাৎ জনগণের কোন শক্তি থাকে না ।সে সরকার ব্যবস্থা অপরের কাছে হাত পেতে চলে, নিজেদের সম্পদশালী করে গড়ে তোলে, ফলে দেশের মানুষ দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণায় দিনের পর দিন ভুগতেই থাকে। জনগণের দিকে তাকানোর কেউ থাকে না, বলেন তিনি।

জাতির পিতার এই পদাংক অনুসরণ করে গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাঁর সরকারের চালু করা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির বিভিন্ন কর্মসূচি, যেমন- বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ততা ভাতা চালু, গরিবদের মাঝে খাদ্য বিতরণ, কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে এবং স্বল্পমূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ, বর্গাচাষিদের বিনা জামানতে এবং স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের মত কর্মসূচির উল্লেখ করেন ।প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমার নির্দেশ ছিল কৃষি ব্যাংক গ্রামে কৃষকদের কাছে চলে যাবে। হাটবারে গ্রামের হাটে বসে ঋণ প্রদান করবে এবং সেখান থেকেই আবার ঋণ সংগ্রহ করবে। এভাবেই আমরা কৃষকদেরকে সহযোগিতা করেছি।

কৃষকদের জন্য ১০ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, কৃষি উপকরণ কার্ড প্রদান, বিএডিসিকে আরো উন্নত করে উন্নতমানের বীজ উৎপাদন ও বিতরণের উল্লেখ করেন তিনি ।ঘরে ফেরা,আমার বাড়ি আমার খামার,আশ্রায়ণ'সহ বিভিন্ন দারিদ্রবান্ধব কর্মসূচির উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, দেশকে ভিক্ষুকমুক্ত করার জন্য সরকার এ ধরনের বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন করছে ।তিনি বলেন, আমরা ভূমিহীনদের জমি দিয়েছি। যারা গৃহহারা তাদের ঘর করে দিয়েছি এবং দিচ্ছি। মানুষ যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সে ব্যবস্থা আমরা করেছি ।তিনি যোগ করেন,জাতির পিতা একটি কথা বলতেন- ভিক্ষুক জাতির কোনো ইজ্জত থাকে না। আমরা ভিক্ষুক জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাই না। আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।

সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির ফলে বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ২১

ছয়ের পাতায়

সিরাজগঞ্জে ট্রেন দুর্ঘটনা সিগন্যাল সিস্টেম ক্রুটিতে : রেল সচিব মোফাজ্জল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৪।। সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার পেছনে রেলপথের সিগন্যাল ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকতে পারে বলে মনে করছেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোফাজ্জেল হোসেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি বলেন, সিগ্যনালের যে অংশটি দিয়ে ট্রেনকে এক লাইন থেকে অন্য লাইনে যেতে সাহায্য করে, সেখানে কোনো ত্রুটি থাকতে পারে বলে আমরা ধারণা করছি। এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা রিপোর্ট দিলে হয়তো পুরোপুরি বলা যাবে ।ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা রংপুর এক্সপ্রেস বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটার দিকে সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া পেরোলে পাওয়ার কার ও ইঞ্জিনে আগুন ধরে গিয়ে ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়ে যায় ।ঢাকামুখী রংপুর এক্সপ্রেস বৃহস্পতিবার সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় লাইনচ্যুত হলে উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এতে সারা দেশের সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ট্রেনটি উদ্ধার করে রেল যোগাযোগ সচল করতে মধ্যরাত পেরিয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম রেলের চিফ অপারেটিং সুপারিনটেনডেন্ট শহিদুল ইসলাম জানিয়েছেন।

দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে এখন পর্যন্ত তিনটি কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে রেলসচিব জানান।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত ফারুজ্জামানকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি, পশ্চিম রেলের চিফ অপারেটিং সুপারিনটেনডেন্টের নেতৃত্বে চার সদস্যের রেলওয়ের একটি কমিটি এবং সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসন আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই ট্রেনের সংঘর্ষে ১৬ জনের প্রাণহানির ঘটনার দুদিনের মাথায় এই রেল দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।

বাংলাদেশের সড়ক ও স্থাপনায় যুদ্ধাপরাধীদের নাম থাকবে না : হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৪।। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সব স্থাপনা ও সড়ক থেকে স্বাধীনতা বিরোধীদের নাম পরিবর্তন করে স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নামে নামকরণে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন হাইকোর্ট ।আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আদেশটি বাস্তবায়ন করে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে।

বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী ও বিচারপতি আহমেদ সোহেলের সমন্বয়ে গঠিত একটি হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন ।আদালতের রিটকারীদের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার এ কে রাশিদুল হক। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি এটর্নি জেনারেল অমিত দাস গুপ্ত ।স্বাধীনতা বিরোধীদের নামে স্থাপনা, সড়ক, অবকাঠামোর নামকরণ স্থগিত চেয়ে ২০১২ সালে হাইকোর্টে একটি রিট দায়ের করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড় মুনতাসীর মামুন ও শাহরিয়ার কবীর। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে ওই বছরের ১৪ মে রুলসহ খান-এ সবুর ও শাহ আজিজুর রহমানের নাম ব্যবহার স্থগিতের আদেশ দেয় আদালত ।রুলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের নামে থাকা সড়ক, স্থাপনা ও অবকাঠামোর নাম পরিবর্তনের নির্দেশ কেন দেয়া হবে না, পরিবর্তনের পর মুক্তিযোদ্ধাদের নামে সেসবের নামকরণ কেন করা হবে না এবং যারা ওই নামকরণের জন্য দায়ী, তাদের কেন বিচারের আওতায় আনা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। পরে এসব স্থাপনার নাম পরিবর্তন করে প্রতিবেদন হাইকোর্টে দাখিল করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আদেশের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরেও এখনো স্বাধীনতা বিরোধীদের নাম না সরানোর কারণে এ বিষয়ে পুনরায় শুনানি নিয়ে সংশ্লিষ্টদের শেষ বারের মতো সময় বেঁধে দিয়ে আজ আদেশ দেয় হাইকোর্ট।

যাচাই ছাড়া সংবাদ প্রকাশ না করতে বলল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৪।। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে 'বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যভিত্তিক' সংবাদ প্রকাশের জন্য গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এই গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্পর্শকাতর বিষয়ে যথাযথভাবে যাচাইপূর্বক বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যভিত্তিক সংবাদ পরিবেশনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক, অনলাইন সংবাদপত্রের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও রাজনৈতিক ব্যক্তি, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে বিভিন্ন 'বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ' দেখে এই গণবিজ্ঞপ্তি এসেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ।এতে বলা হয়,যার ফলে জনশৃঙ্খলার অবনতি, ব্যক্তিগত সুনাম ক্ষুণ ও সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টিসহ জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে ।জনশৃঙ্খলার অবনতি ও সামাজিক অস্থিরতা রোধে গণমাধ্যমের 'ইতিবাচক ভূমিকার' প্রতি সরকার যথেষ্ট আস্থাশীল বলেও বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়।

বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা শরীফ মাহমুদ অপু বলেন,কিছু নামমাত্র অনলাইন পোর্টাল মানুষের চরিত্র হনন করে আজেবাজে নিউজ করছে, আর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও সেইসব খবর ছড়াচ্ছে। এসব বিষয় রোধ করার জন্যই এই গণবিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।

বিএনপি একটি ব্যর্থ রাজনৈতিক দল : সেতুমন্ত্রী কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৪।। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপির রাজনীতি এখন কথা মালার রাজনীতিতে পরিণত হয়েছে ।বিএনপিকে একটি ব্যর্থ রাজনৈতিক দল হিসাবে অভিহিত করে তিনি বলেন, এ দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমঙ্গীর একজন ব্যর্থ রাজনীতিক। তাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কারাগারে। খালেদার মুক্তির জন্য একটি আন্দোলনও তারা করতে পারেনি। দলে ভাঙ্গন ধরেছে।

সেতুমন্ত্রী বৃহস্পতিবার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলনের জন্য তৈরি মঞ্চ পরিদর্শন করতে গিয়ে এ কথা বলেন ।ওবায়দুল কাদের সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং আওয়ামী যুবলীগের নের্তৃত্ব ঠিক করবেন কাউন্সিলররা। তাছাড়া আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রয়েছেন। তিনি জানেন কাকে কোন দায়িত্ব দিতে হবে।

সেতুমন্ত্রী আরও বলেন, আওয়ামী লীগের দলীয় প্রতীক নৌকায় নির্মিত মঞ্চে স্বেচ্ছাসেবক লীগ, যুবলীগ এবং আওয়ামী লীগের সম্মেলন হবে ।এ সময় আওয়ামী লীগ সভাপতিমন্ডলীর সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাংগঠনিক সম্পাদক আফম বাহাউদ্দিন নাছিম, আওয়ামী লীগ নেতা ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সবুর, অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, মির্জা আজম, আনোয়ার হোসেন, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক নির্মল রঞ্জন গুহ, সহ-সভাপতি মতিউর রহমান মতি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

তিসি বীজের পুষ্টিগুণ

তিসি বীজ কি ? দুটোর উপকারিতা কি এক? আপনাদের এই প্রশ্ন গুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য আজ আমি এই তিসির বীজ বাত্রনখঅ স্ত্রত্রত্ম নিয়ে কিছু কথা বলব। নিউট্রিশনিস্ট অঙ্কিতা সাহা। তিসি বা আদতে একই জিনিস।এই বীজ থেকে নিষ্কাশিত তেল হল তিসির তেল বা হুদ্রস্ত্রত্রত্ম দ্রুন, আমরা বাঙ্গালীরা এর সাথে পরিচিত। এর তন্তু থেকে তৈরি জামাকাপড়ই আজ লিনেন (হুদ্রত্রদ্র) নামে বহুল প্রচলিত। আর ইদানীং কালে এই বীজ ছন্ড্মত্রত্রদ্রদ্রত্ম হিসেবেও প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এর কারণ হল, এই বীজ বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানে ভরপুর। আসুন দেখে নিই, কি কি পুষ্টি উপাদান আছে এই বীজটিতে। ১. প্রতি ১০০ গ্রাম এই বীজ থেকে আমরা ৫৩৪ কিলো ক্যালরি শক্তি বা এনার্জি পাই। অর্থাত, প্রতি ১০ গ্রামে বা এক টেবিল চামচে পাই প্রায় ৫৫ কিলো ক্যালরি এনার্জি। ২. প্রতি ১০ গ্রাম চিয়া বীজে থাকে প্রায় ২ গ্রাম প্রোটিন, ৪ গ্রাম ফ্যাট (যার ৭৩ু হল ঞ্চডচঙ বা পলি আন-স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, বা মনো আন-স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, আর বাকিটা স্যাচুরেটেড ফ্যাট) এবং ৩ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট (যার মধ্যে ২.৮ গ্রামই হল ত)। অর্থাত বলা যেতে পারে যে, ৩ গ্রাম কার্বোহাইড্রেটের পুরোটাইত্রত্নন্ত্র। এই কারণেই এটি স্বাস্থ্য সচেতন মানুষদের কাছে এতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। ৩. এতে উপস্থিত মোট ফাইবারের ২০-৪০ু হল মিউসিলেজ জাতীয় সলিউবল ফাইবার যা রক্তে শর্করার মাত্রা ও কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া এটি আমাদের অন্ত্রে উপকারী ব্যাকটিরিয়ার মাত্রা ঠিক রাখে ও আমাদের হজমশক্তি বাড়ায়। ৪. প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকার কারণে ক্ষেত্রে খুব গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে।৫. এই মিউসিলেজ জাতীয় ফাইবার জলের সাথে মিশে খুব থকথকে জেলে পরিণত হয় যাত্রনখঅ স্ত্রত্রত্ম এ উপস্থিত ৬০ু-৮০ু ইনসলিউবল ফাইবার এর সাথে মিশে ন্যাচারাল ল্যাক্সেটিভের কাজ করে ও কন্সটিপেশনের সমস্যা দূর করে।৬. চনখঅ স্ত্রত্রত্ম এর ১৮ু প্রোটিন, এবং এই প্রোটিন সয়াবিনের প্রোটিনের সমতুল্য। এতে আর্জিনিন ও গ্লটামিনের মত অ্যামাইনো অ্যাসিড প্রচুর পরিমাণে রয়েছে যা আমাদের হার্ট ভালো রাখতে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। ৭. এছাড়া এই বীজে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে আলফা লিনলেনিক অ্যাসিড যা বিভিন্ন ক্রনিক রোগ সারাতে সক্ষম। ৮. এতে উপস্থিত লিগন্যান (এক ধরণের পলিফেনল) হিসেবে কাজ করে যা ব্লাড প্রেশার, বিভিন্ন ধরণের কান্সার (প্রস্টেট ক্যান্সার, ইউটেরাইন ক্যান্সার, স্তনের ক্যান্সার) প্রতিরোধে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া এটি স্ট্রেস ও কমায়। ১০. এছাড়াও এতে রয়েছে ভিটামিন বি১, ম্যাগনেসিয়াম, কপার, ফসফরাস প্রভৃতি গুরুত্ব পূর্ণ পুষ্টি উপাদান।তিসি বীজ থেকে নিষ্কাশিত তেলকে তিসির তেল বলা হয়।

এই বীজে রয়েছে নানারকম পুষ্টিগুণ। আসুন দেখে নেওয়া যাক এই তিসি বীজে কিকি পুষ্টি উপাদান রয়েছে।প্রতি ১০ গ্রামে আমরা এই বীজ থেকে ৫৫ কিলো ক্যালোরি শক্তি পাই। প্রতি ১০ গ্রাম বীজে থাকে ২ গ্রাম প্রোটিন, ৪ গ্রাম ফ্যাট, ৩ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট। এই ৩ গ্রাম কার্বোহাইড্রেটের পুরোটাই ফাইবার। এর ফলে এটি আমাদের হজমশক্তি বাড়ায় এবং লস ডায়েটের ক্ষেত্রে গুরুত্তপুর্ন ভূমিকা পালন করে। তিসি বীজের ১৮ু প্রোটিন সয়াবিনের প্রোটিনের সমতুল্য।এতে আর্জিনিন ও গ্লটামিনের মত অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকার ফলে হার্ট ভালো রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তিসি বীজে উপস্থিত লিগম্যান ব্লাড পেসার,বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সার প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। এই বীজে রয়েছে ভিটামিন বি ১, ম্যাগনেসিয়াম, কপার, ফসফরাস ইত্যাদি পুষ্টি উপাদান।আপনি স্যালাড, স্যুপের মধ্যে এই বীজের গুঁড়ো মিশিয়ে খেতে পারেন। কোনো ভাজাভুজিতে অন্যান্য বীজের বদলে তিসি বীজ ব্যবহার করতে পারেন।

যে আশঙ্কায় কাঁপছেন সারা আলি !

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী সারা আলি খান। সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখার আগে থেকেই ক্যামেরার সঙ্গে বেশ সখ্যতা তার।কেদারনাথ দিয়ে বলিউড পা রাখার পর রণবীর সিংয়ের সঙ্গে সিম্বাতেও স্ক্রিন শেয়ার করেন সাইফ কন্যা। সিম্বার পর আপাতত বরুণ ধাওয়ানের সঙ্গে কুলি নম্বর ওয়ান-এর শ্যুটিং শুরু করেছেন সারা। কুলি নম্বর ওয়ান-এর শ্যুটিংয়ের মাঝেই চলছে সারার শরীর চর্চার পালা।প্রতিদিন সকালে সারা যখন জিম থেকে বের হন, তখন তাঁকে তাক করে রাখে ক্যামেরা। জিমের বাইরে পাপারাতজিকে দেখে কখনও হাসি মুখে গাড়িতে ওঠেন সারা, আবার কখনও হাত জোড় করে পাপারাতজিকে নমস্কার করতে দেখা যায় সারাকে। কিন্তু পাপারাতজির ক্যামেরার অবাধ ফ্ল্যাশ সব সময় কি ভাল লাগে জিমের বাইরে পাপারাতজিকে দেখে কখনও হাসি মুখে গাড়িতে ওঠেন সারা, আবার কখনও হাত জোড় করে পাপারাতজিকে নমস্কার করতে দেখা যায় সারাকে। কিন্তু পাপারাতজির ক্যামেরার অবাধ ফ্ল্যাশ সব সময় কি ভাল লাগে সারার ?সম্প্রতি এই প্রশ্নের উত্তরে সারা জানান, জিমের বাইরে যদি ৭ জন পাপারাতজি দাঁড়িয়ে থাকেন এবং তাঁরা ছবি না তোলেন, তাহলে চিন্তা হবে। পাপারাতজি ছবি না তুললে ধরে নিতে হবে, আপনাকে নিশ্চই ভাল লাগছে না। কিছু নিশ্চই হচ্ছে আপনার সঙ্গে। ক্যামেরায় ছবি না উঠলে, সেই বিষয়টি আপনাকে চিন্তায় ফেলবে তো অবশ্যই।এদিকে শোনা যাচ্ছ, পরিচালক ইমতিয়াজ আলির সিনেমা ''লাভ আজকাল''-এ সারা আলি খান এবং কার্তিক আরিয়ান একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন। পরিচালক ইমতিয়াজ আলির সিনেমার শ্যুটিং করার সময় সারা এবং কার্তিক একে অপরের সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করবেন বলে শোনা যাচ্ছে।এ বিষয়ে ইমতিয়াজ আলি বলেন, সারা এবং কার্তিকের মধ্যে যে অন্য ধরনের সম্পর্ক রয়েছে, তা আগে জানতেন না তিনি।

জানুন কোণ কোণ ক্ষেত্রে পেঁপে ব্যাবহার করা যায় না

নিজেস্ব প্রতিনিধি; পেঁপেতে রয়েছে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকরোধী গুণাবলী। আবার ডেঙ্গুজ্বর রোধে কার্যকর পেঁপেগাছের পাতা। এসব তথ্য পুষ্টিবিজ্ঞানে স্বীকৃত। পেটের জন্য ভালো। খেতেও বেশ। কাঁচাপেঁপের তরকারি কিংবা শুধুই পাকাপেঁপে খেতে মজা। তবে এই ফল কিছু ক্ষেত্রে ক্ষতিও করতে পারে।যেমন- গর্ভবতী নারীদের পেঁপে এব্যাগআনারস খেতে মানা করা হয়।গর্ভপাত: পেঁপে অত্যন্ত পুষ্টিকর হলেও এর বীজ ও শেকড় গর্ভপাত ঘটাতে পারে। কাঁচাপেঁপে জরায়ু সংকুচিত করে ফেলে। পাকাপেঁপেতে এই ঝুঁকি কিছুটা কম। তবে গর্ভবতী হলে পেঁপে এড়িয়ে চলাই ভালো।খাদ্যনালীতে বাধা: পুষ্টিকর বলে কোনকিছুই অতিরিক্ত খাওয়া উচিত নয়। পেঁপে অতিরিক্ত খেলে খাদ্যনালীর উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। দিনে এক কাপের বেশি পেঁপে খাওয়া উচিত নয়।রক্তে শর্করার পরিমাণ: পেঁপে রক্তে শর্করার পরিমাণ কমায়। তাই যারা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ওষুধ খান তাদের জন্য পেঁপে বিপজ্জনক হতে পারে।জন্মদোষ: পেঁপে পাতায় থাকা ''পাপাইন'' নামক উপাদান গর্ভের সন্তানের জন্য বিষাক্ত হতে পারে।অ্যালার্জি: কাঁচাপেঁপের বোটা থেকে বের হওয়া সাদা তরল চামড়ায় অ্যালার্জির সৃষ্টি করতে পারে।প্রজনন ক্ষমতা কমাতে পারে: পেঁপের বীজের নির্যাস পুরুষের শুক্রাণুর নড়াচড়ার ক্ষমতা কমার পেছনেও দায়ী হতে পারে পেঁপে।মায়ের পেঁপে খাওয়া ক্ষতিকর কি না তা নিশ্চিত নয়। তবে সাবধানের মার নেই, তাই গর্ভাবস্থায় এবং সন্তান জন্মের কয়েক মাস পর্যন্ত পেঁপে এড়িতে চলা উচিত।

রাতে বেলায় এড়িয়ে যান এইসব খাবার, নাহলেই চরম ক্ষতি

রাতে ভুলভাল খাবার খাওয়া কেবল ওজনই বাড়ায় না, অ্যাসিড রিফ্লাক্সেরও সমস্যা করে। পুষ্টিবিদরা বলেন, ঘুমানোর অন্তত তিন ঘণ্টা আগে রাতের খাবার খেয়ে নেওয়া প্রয়োজন। এতে ঘুম ভালো হয়, অ্যাসিডিটির সমস্যা থেকেও মুক্তি মেলে।কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলো রাতে এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শই দেন বিশেষজ্ঞরা। রাতে খাওয়া ঠিক নয়, এমন কিছু খাবারের নাম জানিয়েছে স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট হেলথ জাইজেস্ট।১. চর্বিযুক্ত খাবাররাতে চর্বিযুক্ত খাবার খেলে অ্যাসিড ও সাইলেন্ট রিফ্লাক্সের সমস্যা হতে পারে। চর্বিজাতীয় খাবার পাকস্থলী ও ইসোফেগাসের মাঝের পেশিকে শিথিল করে ফেলে এবং পাকস্থলীকে বেশি অ্যাসিড তৈরি করায়। আর তাই এ ধরনের খাবার রাতে বাদ দেওয়ার পরামর্শই দেন বিশেষজ্ঞরা। ২. বাদামবাদাম খাওয়া এমনিতে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। এর মধ্যে ভালো চর্বিও থাকে। তবে রাতে বাদাম খেলে পাকস্থলী বাজে ও ভালো চর্বির পার্থক্য ঠিক ঠাওর করতে পারে না। আর তাই অ্যাসিড তৈরি করে। ওয়ালনাট, কেসোনাট, চিনাবাদাম, ম্যাক্যাড্যামিয়াস ভালো চর্বি। তবে এগুলো রাতের জন্য ভালো কোনও স্ন্যাকস নয়।৩. চকলেটএর মধ্যেও চর্বি রয়েছে। আর এতে পাকস্থলী বেশি ডাইজেসটিভ অ্যাসিড উতপাদন করে। এ ছাড়া চকলেটের মধ্যে রয়েছে ক্যাফেইন। এতে ঘুমের ব্যাঘাতও ঘটতে পারে।৪.পনিরদুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে পনিরে রয়েছে চর্বি। আর এটি অ্যাসিড রিফ্ল্যাক্সের সমস্যা তৈরি করে। তাই রাতের বেলা এটি না খাওয়ার পরামর্শই দেন বিশেষজ্ঞরা।৫. কফিকফির মধ্যে ক্যাফেইন রয়েছে। এতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। এ কারণে এটি রাতে পানের জন্য কোন ভালো পানীয় নয়। এটি এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।দুধ পান করা অবশ্যই ভালো, তবে সেটা করুন সঠিক সময়েদুধ পুষ্টিগুণে ভরপুর। ভারসাম্যপূর্ণ খাবারের তালিকায় এটি বহু বছর ধরে যোগ হয়ে আসছে।দুধে রয়েছে প্রোটিন, ভিটামিন এ, বি১, বি২, বি১২, ডি ও পটাশিয়াম। এ ছাড়া এতে রয়েছে ক্যালসিয়াম। এটি হাড়কে সুরক্ষিত রাখতে জরুরি।আসলে পুষ্টি পেতে প্রতিদিনই দুধ পান ভালো। তবে দুধ খাওয়ার সঠিক সময় নিয়ে অনেকের মধ্যে বিভ্রান্তি রয়েছে। অনেকের মতে, প্রয়োজন অনুসারে যে কোনও সময় দুধ পান করা যায়। আবার অনেকে বলেন, দুধ পানের সঠিক সময় হল বিকেল বা রাত। এ-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এনডিটিভি।আয়ুর্বেদ শাস্ত্রমতে, সকালে দুধ পান না করাই ভালো। কারণ, এটি সকালে খেলে হজমের জন্য একটু ভারী বা কঠিন হয়ে যায়। পাশাপাশি এটি ব্যক্তিকে অবসন্ন করে তোলে। এই শাস্ত্রমতে, দুধ বিকেল বা রাতে খাওয়াই উত্তম। এতে হজমের সমস্যা কম হয়। আর ট্রিপটোফিন নামের উপাদান থাকার কারণে এটি ঘুম ভালো করতেও সাহায্য করে। এ ছাড়া ব্যায়ামের পর দুধ খাওয়া ভালো।তবে যাদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স বা দুধে অ্যালার্জি রয়েছে, তাদের দুধ খাওয়া সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া ঠিক বলে পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।আসলে প্রয়োজন অনুযায়ী দিনের যেকোনও সময়ই দুধ পান করা যায়। তবে কিছু সমস্যা এড়ানোর জন্য বিকেল বা রাতের দিকেই দুধ পানের পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

ডায়াবেটিস থেকে হজমের রোগ

খাদ্যরসিক বাঙালি হলে তো কথাই নেই। তবে খাবার শেষ করে হাতের আঙুল না চাটলে বোধ হয় পুরোপুরি পেটটা ভরে না। স্পুন, ফর্ক কিংবা চপ-স্টিক- বিদেশি আদব-কায়দা সরিয়ে রেখে হাত দিয়ে খাওয়ার থিয়োরিতেই বাঙালি বেশি বিশ্বাসী।

জানা যায়, বহু প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে হাত দিয়ে খাওয়ার রেওয়াজ আছে।কিন্তু কেন চালু হল এই রীতি? এর পিছনেও রয়েছে কিছু বৈজ্ঞানিক কারণ। দেখা গিয়েছিল হাত দিয়ে খাবার খেলে নাকি শরীরের দারুণ উন্নতি হয়, সেই সঙ্গে একাধিক রোগও দূরে পালায়।

আর এই ধারণার মধ্যে যে কোনও ভুল ছিল না, সেকথা আধুনিক গবেষণাতেও প্রমাণিত হয়েছে। সম্প্রতি একদল বিজ্ঞানী এই নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন। সেখানে যে সব তথ্য উঠে এসেছে সেগুলি হল: খাওয়াটা হাতেরই কাজ: হাত হল এমন একটি অঙ্গ যা একাধিক কাজ করার জন্য তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হল খাবার খাওয়া। তাই অকারণ কাঁটা-চামচ ব্যবহার প্রয়োজন নেই। পুষ্টির ঘাটতি হয়না: একাধিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে হাত দিয়ে খাবার খাওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করে খাবার খাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে খাবার ঠিক মতো হজম হওয়ার সুযোগ পায়। আর যেমনটা সকলেরই জানা আছে, খাবার ঠিক মতো হজম হলে শরীর তার প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান পেয়ে যায়। শরীরচর্চার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ: হাত দিয়ে খাবার খাওয়ার সময় একাধিক পেশির সঞ্চালন হয়। ফলে হাতের পাশাপাশি সারা শরীরে রক্তের সরবরাহ বেড়ে যায়। আর এমনটা হওয়া মাত্র বিভিন্ন অঙ্গে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তও পৌঁছে যায়

. দূষণের জেরে বিপাকে করণ জোহর, বাতিল হল ''দোস্তানা টু'' র শুটিং

দিল্লির দূষণের জেরে শুটিং বাতিল হল করণ জোহর প্রযোজিত ''দোস্তানা টু'' ছবির।প্রথম দফার শুটিং হয়েছে চণ্ডীগড়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ল্যাপবোর্ডের ছবিও শেয়ার করেছেন অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান। চণ্ডীগড়ের শ্যুটিং শেষে দিল্লিতে কাজ শুরু করার কথা ছিল দোস্তানা ২-এর। কিন্তু আপাতত এই সম্ভাবনা বাতিল হয়েছে।রাজধানীর বায়ু দূষণ চরমে পৌঁছানোয় শ্যুটিং বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নির্মাতারা। দিনকয়েক আগেই প্রিয়াঙ্কা চোপড়াও নেটফ্লিক্স প্রজেক্ট ''দ্য হোয়াইট টাইগার''-এ অভিনয়ের জন্য রাজধানীতে এসে দূষণ-বিষে জেরবার হয়ে মাস্ক পরা একটি ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে দিল্লিবাসীদের জন্য নিজের উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছিলেন।করণ জোহর প্রযোজিত ''দোস্তানা ২'' ছবির পরিচালনা করছেন কলিন ডি কানহা। সূত্রের খবরে জানা গিয়েছে, ''দোস্তানা ২''-এর শুটিং ছিল দিল্লিতে। কিন্তু বায়ু দূষণের মাত্রা এত বেশি ছিল যে ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং কলাকুশলীদের। শট নিতে গিয়ে বেজায় বিপদের মুখে পড়তে হয় ক্যামেরাম্যানকে।প্রচণ্ড ধোঁয়ার চোটে ক্যামেরার লেন্সও ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল। তাই কোনও শটই ঠিক ভাবে নেওয়া যাচ্ছিল না। অগত্যা, দিল্লির বায়ু দূষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত শুটিং বন্ধ রাখা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, অভিষেক বচ্চন ও জন আব্রাহাম অভিনীত ''দোস্তানা'' সুপারহিট হওয়ার পর থেকেই ''দোস্তানা ২'' নিয়ে আগ্রহ জন্ম নিয়েছিল।করণ জোহর এই ছবির প্রধান নারী চরিত্রের জন্য জাহ্নবী কাপুরের নাম আগেই ঘোষণা করেছিলেন। আর বাকি দুই পুরুষ চরিত্রের সঙ্গেও সম্প্রতি পরিচয় করিয়েছেন প্রযোজক-পরিচালক করণ।

একজন কার্তিক আরিয়ান, যিনি কিনা বর্তমানে তরুণীদের হার্টথ্রব। অন্যদিকে, নবাগত লক্ষ্যের সঙ্গেও পরিচয়ের পর্ব সমাপ্ত। শুটিংও শুরু। তবে প্রথম শিডিউল শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই বিপাকে পড়ল করণ জোহরের ''দোস্তানা ২'' টিম। এমনই অবস্থা যে, শেষে বন্ধ করা হল ছবির শুটিং।

অমিতাভ ভালো নেই লতা মঙ্গেশকরের অবস্থা স্থিতিশীল

মুম্বইয়ের নানাবতী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। তবে গত ১৮ই অক্টোবর স্ত্রী জয়া বচ্চন এবং ছেলে অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরেছেন অমিতাভ। বাড়ি ফেরার পর আপাতত কড়া নিয়মের মধ্যেই রয়েছেন। তবে তার শরীর যে সিগন্যাল দিতে শুরু করেছে, শরীর যে খুব একটা আর ভালো নেই, ক্রমশ খারাপের দিকেই যাচ্ছে, সোস্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করে সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন অমিতাভ।

এদিকে, হাসপাতালে চিকিতসাধীন ভারতের কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকরের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে। পরিবার সুত্রে বলা হয়েছে, তিনি দ্রুত আরোগ্যের পথে। গত রবিবার মধ্যরাতে লতাজির প্রবল শ্বাসকষ্ট শুরু হলে তাকে মুম্বইয়ের ব্রিচক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরপরই তাকে আইসিইউ-তে স্থানান্তর করা হয়েছে।

অমিতাভ তাঁকে অস্বীকার করেছেন স্ত্রীর জন্য, পরিবারের জন্য, মুখ খুললেন রেখা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১৯৭৬ সালে দো আনজানের শ্যুটিং সেটে তাঁদের পরিচয় হয়েছিল। তারপর সিলসিলার মতো একাধিক সিনেমায় একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন। সেই থেকে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে মানুষের গুঞ্জনের অন্ত নেই। নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে তাঁরা কখনও মুখ না খুললেও বি টাউনের আনাচে কানাচে তাঁদের নিয়ে আলোচনা এখনও অব্যাহত। বুঝতেই পারছেন অমিতাভ বচ্চন এবং রেখার কথাই বলা হচ্ছে।বলিউডশাদি ডট কমের খবর অনুযায়ী, ১৯৮৪ সালে ফিল্মফেয়ারের একটি সাক্ষাতকারে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মুখ খোলেন রেখা। সেখানে তিনি বলেন, তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে এক একজন এক একরকম কথা বলেন। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি অমিতাভও সব সময় অস্বীকার করেছেন। কিন্তু অমিতাভ যা করেছেন তাঁর নিজের পরিবারের জন্য, নিজের স্ত্রীর জন্য এবং নিজের সন্তানদের ভবিষ্যতের জন্য। তাই তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করে বিগ বি যা করেছেন, তা একেবারে ঠিক। কেন অন্য কাউকে জানাতে হবে, অমিতাভের উপর তাঁর ভালবাসার কথা। কিংবা তাঁর প্রতি অমিতাভের ভালবাসার কথা। এমন কথাও শোনা যায় রেখার গলায়।শুধু তাই নয়, লোকে কী বলল না বলল, তাই দিয়ে কী হবে। অনেকেই তাঁকে বেচারি বলেও এর জন্য সম্মোধন করেন। বলেন, অমিতাভের উপর পাগল

রেখা। লোকে যদি এমন কিছু বলে, বলুক না। তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না বলেও স্পষ্ট জানান রেখা।

পাশাপাশি তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, অমিতাভ এ কথা অস্বীকার করলে, লোকে তাঁকে করুনার চোখে দেখে। তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না বলেও জানান রেখা।পাশাপাশি বলিউডের এই বর্ষীয়ান অভিনেত্রী আরও বলেন, কেউ কষ্ট পাচ্ছেন, অমিতাভ বচ্চন কখনও তা সহ্য করতে পারেন না। স্ত্রীর কষ্ট কীভাবে সহ্য করবেন, এমন প্রশ্নও তোলেন রেখা।প্রসঙ্গত, অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে রেখার সম্পর্ক নিয়ে যতই গুঞ্জন চলুক না কেন, ঐশ্বর্য কিন্তু উমরাওজান অভিনেত্রীকে বেশ পছন্দ করেন। বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে রেখাকে মা বলে সম্মোধন করতে দেখা যায় রাইকে। পাশাপাশি কখনও রেখাকে প্রণাম করে তাঁর হাত ধরে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে নেমে আসতেও দেখা যায় বাচ্চন বাড়ির বউমাকে। যা নিয়ে কম গুঞ্জন হয়নি।

সঞ্জয় সারাজীবন আমার পাশে আছে: মনীষা

মারণরোগ ক্যানসারের হাত থেকে বেঁচে এসেছেন মনীষা কৈরালা। বেশ কিছুদিন আগেই তাঁর ক্যানসার রোগের চিকিতসা সাড়িয়ে ভারতে ফিরেছেন এই বলি-অভিনেত্রী। এদিন এক সর্বাভারতীয় সংবাদপত্রে তাঁর এই ক্যানসার জয়ের কাহিনী জানিয়েছেন মনীষা। তিনি জানিয়েছেন, ''সোনালি বেন্দ্রে খুব ভালো একটি মহিলা, লড়াকু মানুষ। ক্যানসার এমন একটা রোগ যেটা আপনাকে ভিতর থেকে নাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু এটা আপনার থেকে শক্তিশালী নই, মানুষ চাইলেই লড়াই করতে পারে ক্যানসারের সঙ্গে।''জীবনে কতটা পরিবর্তন এনেছে এই ক্যানসার রোগ, এই প্রশ্নের উত্তরে মনীষা জানান, ''যদি আমি মনে করি স্বর্গে থাকি তাহলে সেটা এখন আছি। মৃত্যুর সঙ্গে আমি যখন পাঞ্জা লড়ছিলাম, তখন আমি ভেবেছিলাম বেঁচে থাকাটা কতটা সুখের। যদি আপনার জীবনে হারানোর কিছু ভয় থাকে তখন ভয়টা আরও বেশি লাগে আপনার। আমি নিজেকে খুবই ভালোবাসি আর বাঁচতেও চাই সারাজীবন। তবে এই জীবনটা যে পেয়েছি খুবই ভালো লাগছে আমার, সারাজীবন আনন্দ ও উপভোগ করে কাটাতে হচ্ছে। সুখের সঙ্গে সারা জীবন কাটাতে চাই।''

বৃহস্পতিবার ভ্রাম্যমান এটিএমের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

ঘূর্ণিঝড় প্রভাবিত এলাকায় পরীক্ষা পিছোনোর সিদ্ধান্ত, ক্ষতি খতিয়ে দেখতে অমিতকে চিঠি অধীরের

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর (হি. স.) : ঘূর্ণিঝড় বুলবুল প্রভাবিত এলাকার পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্যের শিক্ষা দফতর। ২৬ নভেম্বর থেকে প্রস্তাবিত স্কুলের পরীক্ষা এবং টেস্ট পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হবে।

রাজ্যের শিক্ষাদফতর সূত্রের খবর, এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৬ নভেম্বরের পরিবর্তে পরীক্ষা হবে ২ ডিসেম্বর থেকে। এদিকে, ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকা ঘুরে দেখতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের উচ্চস্তরের কমিটি তৈরির অনুরোধ করলেন লোকসভার কংগ্রেস দলনেতা অধীর চৌধুরী। তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি দিয়ে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল কবলিত এলাকার মানুষের দুর্দশার কথা ব্যাখ্যা করেছেন। সেই চিঠিতে ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকার আসল পরিস্থিতি কি, কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার সরেজমিনে দেখার জন্য হাই পাওয়ার কমিটি তৈরীর অনুরোধ জানিয়েছেন লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা।

তাহলে কি বুলবুল পরবর্তী পরিস্থিতিতে একাধিক জেলায় রাজ্য সরকারের পুনর্গঠনের কাজকর্মে সন্দেহ প্রকাশ করছেন বহরমপুরের সাংসদ, উঠেছে প্রশ্ন। যদিও তিনি সেভাবে সরাসরি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ চিঠিতে উল্লেখ করেননি।

ভারতীয় সেনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য পাকিস্তানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কাশ্মিরীদের : পারভেজ মুশারফ

ইসলামাবাদ, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ্যে আনলেন স্বয়ং পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল পারভেজ মুশারফ। প্রাক্তন পাক প্রেসিডেন্ট কার্যত স্বীকার করে নিলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও লড়াই করার জন্য পাকিস্তানেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে কাশ্মিরীদের। পাক রাজনীতিক ফারহাতুল্লাহ বাবর মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল পারভেজ মুশারফের একটি সাক্ষাৎকারের ভিডিও আপলোড করেন, বুধবার আপলোড হওয়া ওই ভিডিওটি আলোড়ন ফেলে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে।

ওই সাক্ষাৎকার-ভিডিওটিতে প্রাক্তন পাক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফকে বলতে শোনা যায়, "...১৯৭৯ সালে, সোভিয়েতদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য এবং পাকিস্তানকে সুবিধা প্রদানের জন্য আফগানিস্তানে ধর্মীয় সন্ত্রাসের যোগান আমরাই দিয়েছিলাম। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মুজাহিদিনদের আমরাই নিয়ে এসেছি, আমরা তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি, অস্ত্র সরবরাহ করেছি, তারা আমাদের বীর ছিল। হাক্কানী আমাদের বীর ছিল। ওসামা বিন লাদেন আমাদের বীর ছিল। সময় বদলেছে, বীর এখন ভিলেনে পরিণত হয়েছে।" কাশ্মীর প্রসঙ্গে প্রাক্তন পাক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ বলেছেন, "...যে সমস্ত কাশ্মিরীরা পাকিস্তানে এসেছিলেন, তাদের এখানে বীরের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। আমরা তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম এবং সমর্থনও করেছিলাম। আমদের কাছে তারা মুজাহিদিন হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল, যারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তারা আমাদের বীর ছিল।"

বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে জওহর লাল নেহেরুর জন্মদিনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানান কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

ফের নজির গড়লেন মোদী, প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ ভারতের প্রধানমন্ত্রীব

ব্রাসিলিয়া, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): ফের নজির গড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০২০ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদীর আমন্ত্রণ ফেলতেও পারেননি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারো। খুশি ব্যক্ত করে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে তিনি অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। একাদশতম ব্রিকস (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা) সম্মেলনের ফাঁকে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারো-র সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভারতীয় সময় অনুযায়ী বুধবার রাতে মোদী-বোলসোনারোর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেই ভারতে আসার জন্য ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২০ প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এবং খুশি ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্বের আর্থিক প্রগতিতে ৫০ শতাংশ অবদান রেখেছে ব্রিকস গোষ্ঠীর দেশগুলি : বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

ব্রাসিলিয়া, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): বিশ্বের আর্থিক উন্নতি ও প্রগতির স্বার্থে ৫০ শতাংশ অবদান রেখেছে ব্রিকস (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন ও দক্ষিণ আফ্রিকা) গোষ্ঠীর দেশগুলিউ বৈশ্বিক মন্দা সত্ত্বেও, ব্রিকস গোষ্ঠীর দেশগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রেখেছেউ ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়াতে আয়োজিত একাদশতম ব্রিকস শিখর সম্মেলনের বাণিজ্য ফোরামে এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ বাণিজ্য ফোরামে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বিশ্বের আর্থিক উন্নতির স্বার্থে ৫০ শতাংশ অবদান রেখেছে ব্রিকস (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন ও দক্ষিণ আফ্রিকা) গোষ্ঠীর দেশগুলিউ বৈশ্বিক মন্দা সত্ত্বেও, ব্রিকস গোষ্ঠীর দেশগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রেখেছে এবং কোটি কোটি মানুষকে দারিদ্রতা থেকে বের করে এনেছেউ'

ব্রাজিলে এবার থেকে ভিসা ছাড়াই যেতে পারবেন ভারতীয়রাউ এই নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারোউ এই সিদ্ধান্তের জন্য ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ ভারতীয় সময় অনুযায়ী ঋধবার গভীর রাতে ব্রিকস বাণিজ্য ফোরামে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'ভারতীয় ভিসা-মুক্ত এন্টি দেওয়ার সিদ্ধান্তের জন্য ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টকে অংখ্য ধন্যবাদউ সামাজিক সুরক্ষা চুক্তির বিষয়ে এগিয়ে আসা উচিত ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির।

তৃতীয় ইনফর্মাল সম্মেলন এবার চিনে, মোদীকে আমন্ত্রণ শি জিনপিংয়ের

ব্রাসিলিয়া, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): কিছু দিন আগেই তামিলনাড়ুর উপকূলবর্তী শহর মমল্লপুরমে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে আলোচনা সেরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ বার ব্রাজিলেও ফের মুখোমুখি হলেন তাঁরা। ব্রিকস (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন এবং দিখিন আফ্রিকা) সম্মেলনের ফাঁকে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে মোদী-জিনপিংয়ের মধ্যে। ২০২০ সালে চিনে আয়োজিত হতে চলেছে তৃতীয় ইনফর্মাল সম্মেলন। ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকেই তৃতীয় ইনফর্মাল সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তবে, তৃতীয় ইনফর্মাল সম্মেলনের তারিখ এবং স্থান এখনও পর্যন্ত ঠিক হয়নি। তামিলনাড়ুর মমল্লপুরমে দ্বিতীয় ইনফর্মাল সম্মেলনের স্মৃতিচারণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, "যখন আমরা চেন্নাইয়ে দেখা করেছিলাম, ওই বৈঠক আমাদের সফরকে নতুন শক্তি প্রদান করেছে।" মমল্লপুরমে প্রধানমন্ত্রীর আতিথেয়তায় অত্যন্ত খুশি ব্যক্ত করেছেন চিনের প্রেসিডেন্ট। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দ্বিতীয় ইনফর্মাল সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর আতিথেয়তায় অত্যন্ত খুশি চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং।

শিলিগুড়িতে নাবালককে পুলিশের গাড়ির ধাক্কা, উত্তেজনা এলাকায়

শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর (হি. স.) : শিলিগুড়ির স্টেশন ফিডার রোডে এক নাবালককে পুলিশের গাড়ি ধাক্কা মারায় উত্তেজনা ছড়ায় ঘটনার পরই উত্তেজিত জনতা পুলিশের গাড়িটিতে ভাঙচুর চালায়। বুধবার রাত একটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই নাবালক শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিতাধীন। গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গিয়েছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্টেশন ফিডার রোডে বিদ্যুতবণ্টন সংস্থার অফিসের সামনে পুলিশের গাড়িটি নাবালককে ধাক্কা মারে। ধাক্কায় লুটিয়ে পড়ে ওই নাবালক। এরপরই উত্তেজিত জনতা গাড়িটিকে ঘিরে ধরে ভাঙচুর শুরু করে। তবে গাড়িটিতে সেই সময় কোনো পুলিশকর্মী ছিলেন না।

ব্রাজিলে পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক মোদীর, বাণিজ্যিক-কৌশলগত বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে হয়েছে আলোচনা

ব্রাসিলিয়া, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): একাদশতম ব্রিকস (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকা) সম্মেলনের ফাঁকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে "চমৎকার" বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৈঠককে মোদী নিজেই "চমৎকার" আখ্যা দিয়েছেন। ভারতীয় সময় অনুযায়ী বুধবার গভীর রাতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুই রাষ্ট্র প্রধানের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বাণিজ্যিক এবং কৌশলগত বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে।

পুতিনের সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নিজেই জানিয়েছেন, "প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে চমৎকার বৈঠক হয়েছে, আমাদের মধ্যে বৈঠকের সময়, ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বাণিজ্য, সুরক্ষা এবং সংস্কৃতিক বিষয়ে ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করছে ভারত-রাশিয়া।" ২০২০ সালে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে "বিজয় দিবস" অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ফের মনে করিয়ে দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আগামী বছরের বিজয় দিবস অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য ফের মনে করিয়ে দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী সেই আমন্ত্রণ অত্যন্ত খুশির সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।"

বৃহস্পতিবার ডিওয়াইএফ'র কর্মকর্তারা সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

ভবিষ্যতে আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে রাহুল গান্ধীকে, মীনাক্ষীর মামলা বন্ধ করে পরামর্শ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): 'চৌকিদার চোর হ্যায়'-রাফাল চুক্তিতে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এই ভাষাতেই আক্রমণ করতে শোনা গিয়েছিল ততালীন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীকেউ এই স্লোগান দিয়েই বিপাকে পড়েছিলেন বর্তমান কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীউ এমনকি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সঙ্গে নিজের বক্তব্য জুড়ে দিয়ে রাহুল বলেছিলেন, 'এবার সুপ্রিম কোর্টও মেনে নিল, চৌকিদার চুরি করেছেন। এই নিয়েই রাহুলের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করেছিলেন বিজেপি নেত্রী মীনাক্ষী লেখিউ মীনাক্ষীর মামলার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ নোটিস পাঠিয়ে রাহুলের কাছ থেকে লিখিত জবাব চেয়েছিলউ লিখিত বিবৃতি দিয়ে রাহুল আদালতে জানান-'রাজনৈতিক প্রচারের উত্তেজনা'-তেই ভুল করে ফেলেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার বিজেপি নেত্রী মীনাক্ষী লেখির অবমাননা মামলা বন্ধ করে দিল সুপ্রিম কোর্টউ একইসঙ্গে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ, 'ভবিষ্যতে আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে রাহুল গান্ধীকেউ' মীনাক্ষী লেখির অবমাননা মামলা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আপাতত স্বস্তিতে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী।

গুয়াহাটি বিমানবন্দরে বাজেয়াপ্ত ২৫.৭৫ লক্ষ টাকার সোনা, আটক এক

কদমতলা (ত্রিপুরা), ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটির বড়ঝাড়ে গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফের বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সোনা। এবার প্রায় ২৫.৭৫ টাকার সোনা বাজেয়াপ্ত করেছে সিআইএসএফ। রুটিন তালাশির সময় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৬৬৪ গ্রাম সোনা। সোনা পাচারের দায়ে আট করা হয়েছে এক যুবককে। জনৈক আজমত আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। সোনাগুলি দিল্লি নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, ধৃতের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে জানিয়েছেন সিআইএসএফ কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য গতকাল বুধবারও গুয়াহাটিতে কেন্দ্রীয় শুল্ক দফতরের গোয়েন্দারা এক অভিযান চালিয়ে ১৮.৫ কিলোগ্রাম ওজনের সোনা বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। এএস বিএস ৩৩৩০ নম্বরের একটি ফোর্ড ইকো-স্পোর্ট গাড়িতে তালাশি চালিয়ে গাড়ির পশ্চাৎ অংশের ডেশবোর্ডের নীচে ছিদ্র করে লুকিয়ে পাচার করা হচ্ছিল।

প্রসঙ্গত, গত ১১ নভেম্বর গুয়াহাটির বড়ঝাড়ে গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রায় দুই কোটি টাকার সোনা বাজেয়াপ্ত করেছিল সিআইএসএফ। রুটিন তালাশির সময় বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল প্রায় ৬.৫ কেজি সোনা। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছিল মিজোরামের রাজধানী আইজলের বাসিন্দা লালথিথাল লিয়ানা নামের এক পাচারকারীকে

প্রয়াত মহান গণিতজ্ঞ বশিষ্ঠ নারায়ণ সিং, পাটনা মেডিক্যাল কলেজে জীবনাবসান

পাটনা, ১৪ নভেম্বর (হি.স.): প্রয়াত হলেন মহান গণিতজ্ঞ বশিষ্ঠ নারায়ণ সিংউ বৃহস্পতিবার সকালে পাটনা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে (পিএমসিএইচ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনিউ মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৪ বছরউ বহুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন বিশিষ্ঠ গণিতজ্ঞ নারায়ণ সিংউ কিছুদিন আগেই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছিলউ হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর ভাইয়ের পরিবারের সঙ্গে পাটনার কুলহাড়িয়া হাউসে থাকতেন তিনিউ বুধবার গভীর রাতে রক্ত বমি হওয়ার পর তড়িঘড়ি তাঁকে পাটনা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়উ বৃহস্পতিবার সকাল ন'টা নাগাদ পাটনা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন গণিতজ্ঞ বশিষ্ঠ নারায়ণ সিংয়েরউ দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে সিজোফ্রেনিয়ার অসুখে ভুগছিলেন গণিতজ্ঞ বশিষ্ঠ নারায়ণ সিং, এটি একটি মানসিক রোগউ এক সময় আইনস্টাইনকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন তিনিউ বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ নারায়ণ সিংয়ের প্রয়াণে গভীর শোকের ছায়া বিহারজুড়েউ

১৯৪২ সালের ২ এপ্রিল বিহারের ভোজপুর জেলার বসন্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নারায়ণ সিংউ প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি পড়াশোনা নেতারহাট রেসিডেন্সিয়াল স্কুল থেকে, পাটনা সায়েন্স কলেজের ছাত্র ছিলেন নারায়ণ সিংউ ছোট থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন নারায়ণ সিংউ পাটনা সায়েন্স কলেজে পড়াশোনা করার সময় নারায়ণ সিংয়ের উপর নজর পড়েছিল ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন কেলিরউ নারায়ণ সিংকে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়ে ১৯৬৫ সালে আমেরিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন কেলিউ ১৯৬৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইডি শেষ করেন এবং ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক হনউ বেশ কিছু সময় নাসাতেও কাজ করেছিলেন বশিষ্ঠ নারায়ণ সিং, কিন্তু ভালো না লাগায় ১৯৭১ সালে ভারতে ফিরে আসেনউ আমেরিকা থেকে ভারতে ফিরে আসার সময় নিজের সঙ্গে এনেছিলেন ১০ বাক্স বই এনেছিলেন নারায়ণ সিংউ

৫০ বছরে ভয়াবহ বন্যা ভেনিসে, নিহত দুই

ভেনিস(ইতালি), ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : বিগত ৫০ বছরে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার সাক্ষী রইল ভেনিস। এখন পর্যন্ত এই বন্যায় প্রাণ হারিয়েছেন দুইজন। বন্যার জেরে কয়েক লক্ষ ইউরোর ক্ষতি হয়েছে বলে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। পর্যটন শহর ভেনিসের এমন বেহাল অবস্থার জন্য জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করেছেন শহরের মেয়র লুইগি ব্রুগনারোর। এক ট্যুইটবার্তায় তিনি দাবি করেছেন, ৫০ বছরের মধ্যে জলের উচ্চতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উঠেছে। এই বন্যা স্থায়ী চিহ্ন রেখে যাবে। এখনই সরকারের আমাদের কথা শোনা উচিত। এগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, যার মূল্য অনেক চড়া হবে। বন্যার জেরে জলের উচ্চতা প্রায় ৬ ফুট পর্যন্ত উঠেছিল। এর আগে ১৯৬৬ সালে জোয়ারের জল ১.৯৪ মিটার পর্যন্ত উঠেছিল। ১৯২৩ সাল থেকে জলের উচ্চতা পরিমাপের কাজ শুরু করে জোয়ার পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র। বন্যায় শহরের প্রধান পর্যটন অঞ্চলগুলো তলিয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে নিচু এলাকা সেন্ট

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সমিতিগুলিকে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এগিয়ে আসতে হবে। মানসিকতাও সেই দিশাতেই ধাবিত করা প্রয়োজন, বলেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, রোজগারের পথ সুগম করতে সমবায় সমিতিগুলিকে সহজতর ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করতে হবে। এই ক্ষেত্রগুলিতে সাফল্য পেতে উন্নত প্রজেক্ট তৈরি করে অগ্রসর হতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী ভারত সরকারের প্রস্তাবিত 'প্যাক্স কম্পিউটারাইজেশন স্কিম'-এর বিষয়ে উল্লেখ করে বলেন, এর মাধ্যমে রাজ্যের ল্যাম্পস ও প্যাক্সগুলিকে সফটওয়ার, হার্ডওয়ার এবং ইন্টারনেট-সহ কম্পিউটার প্রদানের সংস্থান রয়েছে। এতে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৮ কোটি ০৪ লক্ষ টাকা। ৮০:২০ অনুপাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এই অর্থ বহন করবে। রাজ্যের ল্যাম্পস ও প্যাক্সগুলিকেও এ-ক্ষেত্রে পেশাদারি মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে তিনি আহ্বান জানান।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ২০১৮ সালের মার্চের পর থেকে এখন পর্যন্ত মোট ৮৭টি প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাতীয় দ্রব্যের আমদানিতে ত্রিপুরার প্রায় ১,১০০ কোটি টাকা বহির্রাজ্যে চলে যাচ্ছে। এই অর্থ রাজ্যেই যাতে থাকে তার জন্য দুগ্ধ সমবায় সমিতিগুলিকে আরও বেশি দায়িত্ব নিতে হবে। রাজ্যের গোমতি কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার্স ইউনিয়নকে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দফতরের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। প্রয়োজনে পেশাদারি ব্যক্তিদের সহযোগিতা নেওয়ার বিষয়েও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় কমলার উৎপাদন বেড়েছে। তার বাজারজাতকরণের ব্যবস্থাপনায় সমবায় সমিতিগুলিকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। রাজ্যে ধূপকাঠির শলা তৈরি করার শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে তার বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রেও রাজ্যের সমবায় সমিতিগুলির ভূমিকা রয়েছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, সমবায় মানে কাউকে বাদ দিয়ে নয়। গ্রামের গরিব, কৃষক-সহ সকল অংশের মানুষকে রোজগারের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সমবায় সমিতিগুলির বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যে মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ত্রিপুরা সরকার পর্যটন, সমবায় ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার সার্বিক বিকাশে কৃষি, প্রাণী সম্পদ, মৎস্য ও পরিষেবা উন্নয়নেও সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, দেশের সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থানকারী ব্যক্তির কাছে সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির সুফল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার কাজ করছে। অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি উন্নত সমাজ ব্যবস্থা তৈরির উদ্দেশ্যে দেশের প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্প চালু করেছেন। তিনি বলেন, সমবায়ের উদ্দেশ্য গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন। গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কৃষকদের কাছে কৃষি সহায়ক সামগ্রী সরবরাহ করার ক্ষেত্রেও সমবায় সমিতিগুলিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

আজকের অনুষ্ঠানের শুরুতে ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের একটি মোবাইল এটিএম ভ্যান পতাকা নেড়ে উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে সমবায় সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি লিফলেট এবং সমবায় সমাচারের প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। সমবায় দফতরের একটি তথ্যচিত্রও অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়। এছাড়া কেসিসি কার্ড, মাইক্রো এটিএম এবং ঋণ অনুমোদনপত্র সমবায় সমিতির প্রতিনিধি এবং প্যাক্সগুলির হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া সমবায় সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পাঁচজনের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী-সহ অনুষ্ঠানের অন্যান্য অতিথিগণ।

রাহুল গান্ধী

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগে বিঁধেছে। এতে শুধু প্রধানমন্ত্রী পদকে নয়, গোটা ভারতবর্ষের বদনাম করেছে কংগ্রেস।

তাঁর কথায়, ইউপিএ জামানায় দুর্নীতির জঞ্জাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর পাঁচ বছরের শাসনে পরিষ্কার করেছেন। তিনি ওই পাঁচ বছরে দুর্নীতিমুক্ত ভারত উপহার দিয়েছেন। অথচ, শুধুমাত্র দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাহুল গান্ধী রাফাল ইস্যুতে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু আজ সুপ্রিম কোর্ট রাফাল নিয়ে সমস্ত আবেদন খারিজ করে দেওয়ায় প্রমাণিত হয়েছে, রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেসের সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন ছিল, তোপ দাগেন তিনি।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবের কথায়, কংগ্রেস ও বিরোধীদের অভিযোগ মানুষ বিশ্বাস করেননি। তাই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ৩০৩টি আসনে জয়ী করে নরেন্দ্র মোদীকে আবারও দেশের চৌকিদারের দায়িত্ব দিয়েছেন জনতা জনার্দন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : **জিবি** : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স** : **একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব** : **ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক** : **জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান** : **নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস** : **প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ** : **পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ** : **বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস** : **রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস** : **টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

খারিজ

● প্রথম পাতার পর

মোদী সরকার যে স্বচ্ছ এবং দুর্নীতিমুক্ত তা ফের প্রমাণিত হল। মিথ্যা অপবাদ দিয়ে সংসদের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত করা হয়েছে। জাতীয় স্বার্থ থেকে কংগ্রেসের কাছে প্রিয় রাজনৈতিক স্বার্থ। এই অপপ্রচার চালানোর জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত কংগ্রেসের।

উল্লেখ করা যেতে পারে রাফাল মামলায় তদন্তের আর কোনও প্রয়োজন নেই। ২০১৮ সালের ১৪ ডিসেম্বরের রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, 'রাফাল মামলায় এফআইআর অথবা রায় পুনর্বিবেচনা নিষ্প্রয়োজন।' শুধুমাত্র দুর্নীতি নয়, রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল রাফাল মামলা । ফ্রান্সের দাসোঁ অ্যাভিয়েশনের কাছ থেকে ৩৬টি রাফাল যুদ্ধবিমান কেনায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হয় কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা।

রাফাল মামলায় নরেন্দ্র মোদী সরকার ফের স্বস্তি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টঊ কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের জোরালো ধাক্কা দিয়ে বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছে, রাফাল মামলায় তদন্তের আর কোনও প্রয়োজন নেই। ২০১৮ সালের ১৪ ডিসেম্বরের রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টঊ শীর্ষ আদালতের এই রায়কে স্বাগত জানালেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর মতে, 'প্রতিরক্ষা-সম্পর্কিত বিষয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এদিন জানিয়েছেন, 'সুপ্রিম কোর্টের রায়কে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। এই রায় আমাদের সরকারের অবস্থানের সত্যতা। আমাদের সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বচ্ছতাকে সুপ্রিম কোর্ট অনুমোদন দিয়েছে।' কংগ্রেসকে আক্রমণ করে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, 'প্রতিরক্ষা-সম্পর্কিত বিষয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থে এমনটা করেছেনঊ তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকেও আক্রমণ করেছেনঊ আমি বলতে চাই, কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতারা এমনটা করেছেন।' সুপ্রিম কোর্টের এদিনের রায়ের পর প্রাক্তন বায়ুসেনা প্রধান বি এস ধানোয়া বলেছেন, 'আমি মনে করি আমরা প্রমাণিত হয়েছি। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা বিবৃতি দিয়েছিলাম সুপ্রিম কোর্ট খুব ভালো রায় দিয়েছে, সেই সময় কিছু মানুষ বলেছিল আমাদের বিবৃতি রাজনৈতিক, যা ভুল ছিল। আমার বিশ্বাস, এই বিষয়টি এবার বিশ্রাম নিল। রাজনৈতিক স্বার্থে আর্মড ফোর্সকে পিছনে ফেলা অনুচিত বলে আমি মনে করি।'

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রাফাল নিয়ে অপপ্রচার চালিয়ে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করেছে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী । বৃহস্পতিবার এভাবেই রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মালা সীতারমণ।

রাফাল নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে নির্মালা সীতারমণ জানিয়েছেন, রাফাল চুক্তিতে দাম, অফসেট পার্টনার এবং চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত যে সঠিক ছিল, এই রায় সেটাই ফের প্রমাণিত হল। বরাবরই জাতীয় সুরক্ষাকে সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজনৈতিক স্বার্থে কখনই জাতীয় সুরক্ষা নিয়ে সমঝোতা করা উচিত নয়। রাফাল নিয়ে তৎকালীয় বায়ুসেনা প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে সামরিক বাহিনীর মনোবল ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছে কংগ্রেস। রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো অভিযোগ এনেছে। বিভিন্ন জনসভা সহ লোকসভায় দাঁড়িয়ে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্য রাহুল গান্ধীর ক্ষমা চাোইয়া উচিত।

সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাফাল চুক্তি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুলেছিল কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও তীব্র আক্রমণ করেছিলেন ততালীন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। কিন্তু, বৃহস্পতিবার মোদী সরকারকে স্বস্তি দিয়ে, রাফাল মামলা পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই সঙ্গে সিবিআই তদন্তের দাবিও খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। রাফালা মামলায় পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ হওয়ার পরই কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন বিজেপির জাতীয় কার্যকরী সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা। নাড্ডা এদিন বলেছেন, 'জয় হল সত্যের, দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত রাহুল গান্ধীর।

রাহুলকে আক্রমণ করে বিজেপির জাতীয় কার্যকরী সভাপতি জে পি নাড্ডা এদিন বলেছেন, 'রাস্তা থেকে সংসদ, রাহুল গান্ধী এবং তাঁর দল এই ইস্যুতে দেশকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রচুর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সত্যেরেই জয় হয়েছে। দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত রাহুল গান্ধীর।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

বাইকোর মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তাতে বাইকের দুই আরোহী রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে যায়। খবর দেওয়া হয় ফায়ার সার্ভিসকে। সাথে সাথে ফায়ার সার্ভিস আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর তাদরে মৃত্যু হয়েছে। তাদের বাড়ি রবীন্দ্রনগর বলে জানা গিয়েছে। সোনামুড়া থানার পুলিশ বাইক ও বুলেরো গাড়িটি আটক করেছে। দূর্ঘটনার একটি মামলা নেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তিনের পাতার পর

শতাংশে নেমে এসেছে উল্লেখ করে এই হারকে ১৫/১৬ শতাংশে নামিয়ে আনতে চায় তার সরকার, বলেন সরকার প্রধান।

তাঁর সরকারের সময়ে দেশের অভূতপূর্ব আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বহিঃবিশ্বে তাঁকে অনেক অনুসন্ধিৎসু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন,বিভিন্ন দেশে গেলে আমাকে প্রশ্ন করা হয়- বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতির ম্যাজিকটা কি ?আমি তাদের বলি, আসলে কোনো ম্যাজিক নেই। দেশকে ভালোবাসা, দেশকে জানা এবং দেশের মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে কাজ করা- এটাই হলো মূল ম্যাজিক, যোগ করেন তিনি ।তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশকে এখন আর কেউ অবহেলার চোখে দেখে না। বাংলাদেশ এখন অনেকের কাছেই 'উন্নয়নের বিস্ময়,' উন্নয়নশীল এক দেশ। শেখ হাসিনা বলেন, পিকেএসএফ'কে ক্ষুদ্রঋণের গন্ডি থেকে বের করে এনে সামগ্রিক উন্নয়নে কাজে লাগাচ্ছে তাঁর সরকার।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে পিকেএসএফ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে দেশে-বিদেশে একটি শীর্ষ স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছে ।তিনি বলেন, বর্তমানে এক কোটি চল্লিশ লাখ দরিদ্র ও নিম্নআয়ের পরিবারকে পিকেএসএফ বিভিন্ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ।প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ফাউন্ডেশন দেশের ২০২টি ইউনিয়নে 'সমৃদ্ধি' নামক কর্মসূচির মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষাসহ জীবন ও জীবিকা-সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সমন্বিত করে একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

সাংবাদিক

● প্রথম পাতার পর

কর্মরত।

আজ সিবিআই-এর আইনজীবী প্রবীর সাহা জানিয়েছেন, সাংবাদিক হত্যা মামলায় ত্রিপুরা পুলিশের এসআইটি আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছে। ফলে পরবর্তী তদন্তের জন্য ত্রিপুরা সরকার ওই মামলা সিবিআই-এর হাতে তুলে দিয়েছে। সেই মোতাবেক সিবিআই পৃথক একটি মামলা নথিভুক্ত করেছে। প্রবীরবাবু জানিয়েছেন, ওই হত্যাকাণ্ডের সময় প্রকৃতভাবে কী ঘটেছিল সিবিআই তা এখন খোঁজে বের করবে। এ-ক্ষেত্রে টিএসআর-এর অ্যাসিস্টেন্ট কমান্ডেন্ট স্বরূপানন্দ বিশ্বাস ওই হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত আছেন বলে সিবিআই প্রাথমিক প্রমাণ পেয়েছে। তাই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তিনি জানান, আজ মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে সিবিআই স্বরূপানন্দ বিশ্বাসের পাঁচদিনের হেফাজত চেয়েছিল। আদালত চারদিনের সিবিআই হেফাজত মঞ্জুর করেছে। আগামী ১৮ নভেম্বর পুনরায় তাকে আদালতে তুলবে সিবিআই। সূত্রের খবর, তাকে প্রাচীন আগরতলা থানার লকআপে রেখে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

জবরদখল করে রাখা রাস্তা উন্মুক্ত করে দিল স্থানীয় পঞ্চায়েত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৪ নভেম্বর।। অবশেষে জৈনক ব্যক্তি দ্বারা বাহুবল দেখিয়ে জবরদখল করে রাখা পঞ্চায়েতি রাস্তা উন্মুক্ত করে দিল স্থানীয় পঞ্চায়েত ।দীর্ঘ ৮ দিন যাবৎ সকল ধরনের ছোট গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকার পর রাস্তাটি উন্মুক্ত হওয়াতে জনমনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,উত্তরের কদমতলা ব্লকাধীন সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের মহেশপুর গ্রামে প্রায় ২৭ টি পরিবারের বসবাস ।দীর্ঘ ১০০ বছরের অধিক সময় ধরে গ্রামের মাটির একটি রাস্তাই গ্রামবাসীদের একমাত্র সম্বল।

কিন্তু গ্রামের জৈনক শৈলেন্দ্র নাথ নামের এক ব্যক্তি বাহুবল দেখি গ্রামের একমাত্র রাস্তার উপর তিনটি খুঁটি গেড়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেয় ।আর ঐ ব্যক্তি দ্বারা গোটা গ্রামের একমাত্র যাতায়াতের ভরসা রাস্তাটি দীর্ঘদিন থেকে সংস্কার করাও যাচ্ছেনা ।গ্রামের কোন লোকজন অসুস্থ হলে কাঁধে করে নেওয়া ছাড়া কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই ।এমনকি মহেশপুর গ্রামের রাস্তাটি কদমতলা মহেশপুর দ্ম.দ্র.ত্ম. সড়ক থেকে কদমতলী শীতলীবাড়ি ইট সলিং সড়কে গিয়ে মিশেছে। প্রায় ১৩ শ মিটার লম্বা এই মাটির সড়কটি সংস্কারের অভাবে ও জনৈক শৈলেন্দ্র নাথের বাহুবলের কারণে আজ চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে ।গ্রামবাসীরা এই ব্যস্ততম সড়কটি পাকা অথবা ইট সলিং করার জন্য সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দরজায় বহুবার কড়া নেড়েছেন কিন্তু পূর্বতন সিপিআইএম শাসিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা এই রাস্তাটি সংস্কার,পাকা ও ইট সলিং করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি ।জৈনিক শৈলেন্দ্র নাথ রাস্তার উপর খুঁটি গাড়ার পর এলাকাবাসী জড়ো হয়ে শৈলেন্দ্র নাথকে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, উনার বাড়ির সামনে রাস্তাটির জায়গা উনার সুতরাং উনি সেই রাস্তায় উপর খুঁটির মেরেছেন ।পরবর্তী সময়ে স্থানীয় গ্রামবাসীরা সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতে ঘটনাটি জানালে কোনো সুরাহা হয়নি। অবশেষে এই রাস্তা বন্ধের সংবাদটি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হওয়ার পর সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মেম্বাররা ঘটনাটি মীমাংসা করতে কোমর বেঁধে মাঠে নামেন ।দীর্ঘ ৮ দিনের মাথায় সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত বডি ও সরসপুর গ্রামের মুরুব্বীরা বসে লিখিতভাবে সমস্যাটি দূর করেন। পাশাপাশি শৈলেন্দ্র নাথের কাছ থেকে লিখিতভাবে বয়ান নেওয়া হয় যাতে ভবিষ্যতে শৈলেন্দ্রনাথ পঞ্চায়েতি রাস্তার উপর কোন ধরনের খুঁটি গেড়ে রাস্তা বন্ধ না করেন। পঞ্চায়েতের এমন উদ্যোগে গ্রামের ২৭ টি পরিবারের লোকজন সহ শৈলেন্দ্র নাথও সন্তুষ্ট বলেও নিজ প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছেন ।তবে স্থানীয় জনগণ ও শৈলেন্দ্র নাথের দাবি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ যেন এই মাটির রাস্তাটি পাকা করে দেন,যাতে করে বর্ষাকালে অনায়াসে গাড়ি চলাচল করতে পারে।

এদিকে সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের মহেশপুর গ্রামের স্থানীয় মেম্বার জানান,উনারা পঞ্চায়েত ও গ্রামের মুরুব্বিদের সাথে যৌথ আলোচনা করে একটি বৈঠকের মাধ্যমে লিখিতভাবে এই রাস্তার দীর্ঘদিনের সমস্যা দূরীকরণ করে রাস্তাটি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ।পাশাপাশি রাস্তাটি পাকা করার প্রস্তাবও স্থানীয় সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতে রেখেছেন ।তবে বর্ষাকালে এই রাস্তা দিয়ে লোড গাড়ি যাতায়াত না করারও একটি প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

অপরদিকে জৈনক শৈলেন্দ্র নাথ জানান,রাস্তার উপর খুঁটি গাড়ার মূল উদ্দেশ্য হলো,রাস্তাটির বেহাল দশা। তবে পঞ্চায়েত বডি ও গ্রামের মুরুব্বিদের সিদ্ধান্তকে তিনি সম্মান জানিয়ে রাস্তার উপর থেকে ৩ টি খুঁটি তুলে নিয়েছেন ।পাশাপাশি শ্রীনাথ রাস্তাটি সংস্কার করে পাকা করারও দাবি জানান।

এখন দেখার বিষয় স্থানীয় সারলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা দীর্ঘ বছরের পুরনো ব্যস্ততম পঞ্চায়েতি রাস্তার দিকে কতটুকু নজর দেন ।এই রাস্তাটি সংস্কার করে পাকা রাস্তায় পরিণত করেন নাকি পূর্বের সিপিআইএম পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের মত উন্নয়নের নামে অশ্ব ডিম্ব প্রসব করেন ?সেটাই এখন লক্ষণীয়।

রাজনাথ

● প্রথম পাতার পর

তিনটি কৌশলগত রেললাইন অনুমোদনের এবং স্থাপনের সাথে জড়িত। তিনি বলেন যে এই প্রকল্পগুলি স্থানীয় জনগণকে সর্ব-আবহাওয়া সংযোগ প্রদান করবে, সশস্ত্র বাহিনীর চলাচলে সহায়তা করবে এবং পর্যটনকে বাড়িয়ে তুলবে। তিনি অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডুর পঞ্চবার্ষিক সড়ক পরিকল্পনার প্রশংসা করেন যার অধীনে রাজ্য মহাসড়ক স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সমস্ত বিদ্যমান আন্তঃরাজ্য এবং আন্তঃজেলা রাস্তাগুলিকে ২০২৪ সালের মধ্যে উন্নীত করা হবে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন যে, বন্ধুত্ব দিবস উদযাপন এ অঞ্চলের মানুষের দেশপ্রেম এবং সশস্ত্র বাহিনীর সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতার ইঙ্গিত দেয়। তিনি বলেন যে নাগরিক ও সেনাবাহিনীর মধ্যকার বন্ধুত্ব একটি আশ্বাস যে দেশের সীমানা দ্বিগুণ সুরক্ষিত রয়েছে। তিনি বলেন যে নতুন ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য জনগণ, সিভিল প্রশাসন, পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর মধ্যে একটি ধারণা থাকতে হবে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী সীমান্ত রাজ্যের যুবকদের সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন যে অরুণাচল প্রদেশের মানুষ তাদের দেশপ্রেমের জন্য পরিচিত। তিনি বলেন যে তাওয়াং এবং অরুণাচল প্রদেশের অন্যান্য অংশে সেনা নিয়োগ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য মন্ত্রক কাজ করবে। রাজনাথ সিংহ জানিয়েছেন যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকটি অরুণাচল প্রদেশে অপারেশনাল উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করতে সহায়তা করার জন্য ইটানগরে সেনা যোগাযোগ সেল স্থাপনের কথা বিবেচনা করছে।

দুই দিনের আর্থ-সামরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি ভারতীয় সেনাবাহিনী, তাওয়াং সিভিল প্রশাসন এবং স্বেচ্ছাসেবীরা আয়োজন করছেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং প্রধান অতিথি ছিলেন এবং সম্মেলনের যৌথ উদ্বোধন করেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী জনাব পেমা খান্ডু এবং জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ অব ইস্টার্ন কমান্ড লেঃ জেনারেল অনিল চৌহান। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং তাওয়াং যুদ্ধের স্মৃতিসৌধে গিয়ে যুদ্ধে যে সমস্ত সৈন্যকে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেন তাদের শ্রদ্ধা জানান।

কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

পালনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, কর্পোরেটদের ছাড় দিতে কার্পণ্য করছে না কেন্দ্রীয় সরকার। অথচ, কৃষকদের ঋণ মাফ করা হচ্ছে না। বরং, কৃষি সামগ্রী ক্রয়ে তাদের উচ্চ হারে জিএসটি দিতে হচ্ছে।

আজ তিনি দেশের অর্থব্যবস্থা নিয়ে মোদী সরকারকে নিশানা করে বলেন, নিরুপায় হয়ে এখন কেন্দ্রীয় সরকার রিজার্ভ ব্যাংকের টাকায় হাত দিয়েছে। ওই টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তার জবাব চাইতেই আজ এই ঘেরাও কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

ভবিষ্যতে

● প্রথম পাতার পর

অবমাননার মামলা করেছিলেন বিজেপি নেত্রী মীনাক্ষী লেখি। মীনাক্ষীর মামলার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ নোটিস পাঠিয়ে রাহুলের কাছ থেকে লিখিত জবাব চেয়েছিল। লিখিত বিবৃতি দিয়ে রাহুল আদালতে জানান-'রাজনৈতিক প্রচারের উত্তেজনা'-তেই ভুল করে ফেলেছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার বিজেপি নেত্রী মীনাক্ষী লেখির অবমাননা মামলা বন্ধ করে দিল সুপ্রিম কোর্টঊ একইসঙ্গে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ, 'ভবিষ্যতে আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে রাহুল গান্ধীকে।' মীনাক্ষী লেখির অবমাননা মামলা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আপাতত স্বস্তিতে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

পরিকাঠামোগত দূর্বলতায় ধুকছে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৪ নভেম্বর।। গুণগত শিক্ষাদান চলছে রাজ্যে ।বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রী থেকে অন্যান্য মন্ত্রী বাহাদুরা এই বুলি আউড়ে পূর্বতন সরকারের আমলে চলা শিক্ষা বিপ্লবের ক্ষেত্রে রাজ্যের ঐতিহ্যকে সাধারণের কাছে খাটো করে জোর করে নিজেদের কৃতিত্ব তুলে ধরতে গলা ফাটাতে মরিয়া।

অথচ বর্তমান জোট রাজত্বে রাজ্যে শিশুদের কি ধরনের গুণগত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে বা কোন পরিবেশে কচিকাঁচারা শিক্ষা গ্রহণ করছেন তা জোট রাজত্বের শিক্ষাঙ্গনে গিয়ে পা না রাখলে হয়তো প্রত্যক্ষ করা যেতোনা।

এমনি এক চিত্র রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় বিধানসভাধীন পশ্চিম মশাউলি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রটির কথা।

পশ্চিম মশাউলি ঘোষপাড়ার এক নং ওয়ার্ডে অবস্থিত এই অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রটি ।সংশ্লিষ্ট গ্রামের অভিভাবকরা তাদের শিশুদের জীবনের প্রথম ধাপের শিক্ষা গ্রহন করানোর লক্ষ্যে এই কেন্দ্রে পাঠান, মোট ৩০ থেকে ৩৫ জন কচিকাঁচা এখানে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসে ।কিন্তু এই কেন্দ্রে ন্যূনতম শিক্ষার পরিকাঠামো টুকুও নেই বলে অভিযোগ অভিভাবক থেকে শুরু করে স্থানীয় মানুষের।

প্রথমতই বিদ্যালয়ে ৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী থাকলেও তাদের লিখার জন্য রয়েছে মাত্র দুটি স্লেট, বিদ্যালয় নেই একটি ভালো ব্ল্যাকবোর্ড, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয়ে নেই পানীয় জলের সু-ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ে দুটি টিউবয়েল থাকলেও একটি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে এবং অন্যটি দিয়ে আসছে আয়রনে ভরপুর জল ।বিদ্যালয়ে বসার সুবন্দোবস্ত না থাকার কারণে অপরিচ্ছন্ন মেঝেতে বসেই মিড-ডে-মিল গ্রহণ করতে হচ্ছে কচিকাচাদেরকে, আর যেখানে বসে তারা মিড-ডে-মিল নিচ্ছে এর ঠিক বিপরীত দিকেই নোংরা আবর্জনায় পরিপূর্ন,এবং রান্না ঘরের সম্মুখভাগ ও চারপাশ রয়েছে অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় ।এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটিতে কমলিনী সিংহ নামে একজন ওয়ার্কার থাকলেও উনার বদান্যতায় অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের পঠন পাঠন সঠিক মত হচ্ছে না এবং এই কেন্দ্রের শিক্ষার পরিবেশ নেই বলে অভিযোগ অভিভাবকদের।

অভিভাবকদের আরো অভিযোগ,বিদ্যালয়ের কচিকাঁচাদের মিড-ডে মিলে যে খিচুড়ি খাওয়ানো হয় সেই মিশ্রিত চাল-ডাল প্রায়ই থাকে পোকা-মাকড়ে পরিপূর্ণ ।তাছাড়া মিড-ডে মিলের যে ডিম খাওয়ানো হয় তা বেশিরভাগ দিনই সেই ডিম পচা থাকে এবং শিশুরা সে খাবার খেয়ে বাড়িতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে বলে অভিযোগ ।বৃহস্পতিবার এই অভিযোগের সত্যতা উঠে এলো আমাদের সংবাদ প্রতিনিধিদের ক্যামেরায় ।মিড-ডে মিলের চালের ড্রামে গিয়ে ক্যামেরা বন্দী হল মিশ্রিত চাল-ডালে পোকার অবাধ বিচরণের দৃশ্য।

বিদ্যালয়ের জলের ব্যবস্থা না থাকার কারণে অন্য জায়গা থেকে জল এনে মিড ডে মিল রান্না করতে হয় রান্নার কাজের দায়িত্বে থাকা কর্মীকে ।বিদ্যালয়ের পানীয় জলের ব্যাবস্থা না থাকাতে কচিকাঁচারা অনেক সময় না বুঝে কল দিয়ে বেরিয়ে আসা অপরিচ্ছন্ন জলই পান করছে বলে অভিযোগ অভিভাবকদের।

তাদের আরও অভিযোগ,অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের দিদিমণি কমলিনী সিংহ ছাত্রদের বিদ্যালয়ে আসতে একটু দেরি হলেই তাদের খাবার জন্য প্রাপ্য ডিম তাদেরকে দিতে অনীহা প্রকাশ করেন।

দীর্ঘদিন ধরেই এই ধরনের পরিবেশের মধ্যে দিয়ে চলছে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রটি বলে অভিযোগ।

এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের ওয়ার্কার কমলিনী সিংহকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি সদর্পে জানালেন বিদ্যালয়ের সমস্যা নিয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে তিনি অবগত করেছেন কিন্তু কোন কাজই হচ্ছে না। অভিযোগ বিদ্যালয়ের দিদিমণি কমলিনী সিংহ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসা চাল-ডাল সেন্টারে না এনে উনার নিজ বাড়িতেই রেখে দেন ।উনার বাড়ি থেকে অল্প অল্প করে এনে মিড-ডে মিলের যোগান দেন ।অবশ্য সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একপর্যায়ে তিনি এ কথা স্বীকার করে নিলেন ।তিনি বললেন রাস্তার সমস্যার কারণেই নাকি উনি উনার বাড়িতে চালের বস্তা রেখে দেন এবং সেখান থেকে ছোট ব্যাগ দিয়ে অল্প অল্প করে বিদ্যালয় নিয়ে আসেন ।পরে অবশ্য তিনি সত্য চাপা দিতে উনার কথা ঘুরিয়ে ফেলেন। অভিভাবক থেকে শুরু করে স্থানীয় এলাকাবাসীরা চাইছেন অতিসত্বর যাতে এই সমস্যার সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

রাজ্যের বর্তমান জোট সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী থেকে অন্যান্য মন্ত্রী বাহাদুরা একদিকে গুণগত শিক্ষার বুলি আউড়ে বেড়াচ্ছেন মাঠে-ঘাটে, অন্যদিকে বাস্তব উল্টো কথা বলছে ।রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার এমন বহর দেখে আঁতকে উঠছেন অনেকেই ।তবে এটাইকি রাজ্যের গুনগত শিক্ষার নমুনা, ?প্রশ্ন নানা মহলের।

মামলা

● প্রথম পাতার পর

পিটিশন দাখিল করেছিলেন মন্দিরের পরিচালন কর্তৃপক্ষ-ত্রিবাঙ্কুর দেবস্থানম বোর্ড। বোর্ডের দাবি ছিল-সাধারণ মানুষের শতাব্দী প্রাচীন প্রথা বা বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করতে পারে না আদালত। তাই রায় পুনর্বিবেচনা করা হোকঊ সেই রায় পুনর্বিবেচনায় বৃহস্পতিবার ঐক্যমত্যে পৌঁছতে পারলেন না সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা। দু'জন বিচারপতি ভিন্নমত পোষণ করায়, বাকি তিনজন বিচরাপতির সংখ্যাগরিষ্ঠতায় শীর্ষ আদালতের বৃহত্তম সাংবিধানিক বেঞ্চের (৭ জন বিচারপতির বেঞ্চ) কাছে পাঠানো হয়েছে শবরীমালা মন্দির মামলা। তবে, ২০১৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের রায় স্থগিত করা হয়নি।

মাছিমায়

● প্রথম পাতার পর

নয় বলে দাবি করেন তিনি। মানিক সরকারের কথায়, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট বৈতরণী পার হয়েছিল বিজেপি সে প্রতিশ্রুতি পালন করতে না পেরে এখন বিরোধীদের মিছিল-মিটিং করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু মানুষ এখন আর ঘরে বসে থাকছেন না। কয়েকদিন আগে তফশিলি জাতি সমন্বয় কমিটির সমাবেশ ও গতকাল কৃষকসভার জনসভায় প্রমাণিত হয়েছে, মানুষ এখন রাস্তায় নামতে শুরু করেছেন। তাই বিজেপি ভয় পাচ্ছেন। তাঁর দাবি, সেই ভয় থেকেই আজ তাদের বাধা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে এক বিবৃতিতে সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী জানিয়েছে, আজ সিপিআই (এম)-এর একটি বিধায়ক দল রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের নেতৃত্বে সোনামুড়া মহকুমার ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মাছিমাবাজারে গত ১২ নভেম্বর রাজ্যের শাসক দল বিজেপি-আশ্রিত দুর্বৃত্ত বাহিনীর দেওয়া আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত সিপিআইএম অফিসটি পরিদর্শনে রওয়ানা হয়েছিলেন। বিধায়ক দলে বিরোধী দলনেতা ছাড়া ছিলেন সিপিএম-এ পরিষদীয় দলের সচেতক তপন চক্রবর্তী, বিধায়ক রতন ভৌমিক, বিধায়ক সুধন দাস, বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী এবং বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী। বিধায়ক দলের মাছিমাবাজারে আগুনে বিধ্বস্ত অফিসটি পরিদর্শনে যাওয়ার কর্মসূচি রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশককে নাকি গতকালই জানানো হয়েছিল।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আজ মাছিমাবাজারের সোয়া কিলোমিটার আগে বিজেপির সিপাহিজলা জেলা যুবমোর্চার সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষের নেতৃত্বে কিছু যুবক রাস্তা অবরোধ করে সিপিএম-এর বিধায়ক দলকে আগুনে বিধ্বস্ত পার্টি অফিসটি দেখতে যেতে বাধা দেন। তারা স্লোগান তুলেন মানিক সরকার গো ব্যাক। ফলে বিধায়ক দলের মাছিমাবাজারে বিজেপি দুর্বৃত্তদের দেওয়া আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত অফিসটি পরিদর্শন করতে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

বিবৃতিতে রাজ্যে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের কোনও অস্তিত্ব নেই বলে হয়েছে। পাশাপাশি সমালোচনায় বলা হয়েছে, বিরোধী দলের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিজ নিজ এলাকা বিনা বাধায় যাওয়ার কোনও পরিবেশ নেই। আজ বিরোধী দলনেতা-সহ বিধায়ক দলকে সড়ক অবরোধ করে বাঁধা দেওয়ার ঘটনা তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সিপিআই(এম) ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করেছে।

মুরলীধরনের রেকর্ড ছুঁয়ে নজির গড়লেন অশ্বিন

ইন্দোর: ঘরের মাঠে টেস্টে দ্রুততম ২৫০ উইকেটের মালিক হলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। সেই সঙ্গে কিংবদন্তি অফ-স্পিনার মুথাইয়া মুরলীধরনের রেকর্ড ছুঁলেন ভারতীয় অফ-স্পিনার। এর আগে সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে মুরলীধরনের দ্রুততম ৩৫০ উইকেটের মাইলস্টোন ছুঁয়েছিলেন অশ্বিন বৃহস্পতিবার হোলকার স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ক্যাপ্টেন মোমিনুল হক''কে আউট করে নতুন কীর্তি গড়েন অশ্বিন। হোলকারের বাইশগজে ভারতীয় পেসাররা দাপট দেখালেও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেটে তুলে নেন অশ্বিন। ১৬ ওভার হাত ঘুরিয়ে ৪৩ রান খরচে দু'টি উইকেট নেন ৩৩ বছরের তামিল অফ-স্পিনার। মোমিনুল ছাড়াও অশ্বিনের শিকার মাহমুদুল্লাহ। দু'জনকেই বোল্ড করেন তিনি। ঘরের মাঠে ৪৩টি টেস্টে ২৫০টি উইকেটের মাইলস্টোন ছুঁয়েছিলেন অনিল কুম্বলে। এই মাইলস্টোনে পৌঁছতে ভাজ্জি নিয়েছিলেন ৫১টি টেস্ট। অশ্বিন এদিন কুম্বলেকে টপকে ২৫০ উইকেটের মাইলস্টোনে পৌঁছন। শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন অফ-স্পিনার মুথাইয়া মুরলীধরনও ৪২টি ম্যাচে ২৫০টি উইকেট নিয়েছিলেন। এতদিন পর্যন্ত ঘরের মাঠে দ্রুততম ২৫০টি উইকেটের মালিক ছিলেন মুরলীধরন। এদিন তাতে ভাগ বসান অশ্বিন। টেস্টে ভারতীয় অফ-স্পিনারের শিকার ৩৫৯ প্রায় বছর দেড়েক পরে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটে অশ্বিনের। ক্যারিবিয়ান সফরে দলে থাকলেও একটি টেস্টেও মাঠে নামার সুযোগ হয়নি। তবে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিন টেস্ট সিরিজে ১৫টি উইকেট নেন অশ্বিন। এদিন বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও ছন্দে দেখা গেল অশ্বিনকে। মোমিনুল ও মাহমুদুল্লাহকে বোল্ড করে ভারতকে ম্যাচ ফেরাতে বড় ভূমিকা নেন অভিজ্ঞ তামিল অফ-স্পিনার ।অশ্বিন ও ভারতীয় পেসারদে দাপটে প্রথম ইনিংসে ১৫০ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ। মাত্র ৩১ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর ক্যাপ্টেন মোমিনুল ও রহিমের ব্যাটে লড়াইয়ে ফেরার চেষ্টা করেছিল বাংলাদেশ। চতুর্থ উইকেটে দু''জনে ৬৮ রান যোগ করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ৩৭ রানে বাংলাদেশ অধিনায়ককে অশ্বিন প্যাভিলিয়নের পথ ধরিয়ে টাইগারদের ছন্দ নষ্ট করে দেন। এরপর থেকে নিয়মিত উইকেট হারিয়ে ১৫০ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ। ১৩ ওভারে ৫টি মেডেন-সহ মাত্র ২৭ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নেন মহম্মদ শামি।

আইপিএল-এ ঘর বদলাচ্ছেন তারকা ভারতীয় ক্রিকেটার

ঠিকানা বদলাচ্ছেন অজিঙ্কে রাহানে। আগামী মরসুমের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) জার্সির রং বদলাচ্ছে ভারতের টেস্ট দলের ভাইস ক্যাপ্টেনের। দেশের ক্রিকেটমহলে এমনটাই খবর ।রাজস্থান রয়্যালস ছেড়ে রাহানের গন্তব্য দিল্লি ক্যাপিটালস। আইপিএল-এর ট্রান্সফার উইন্ডো বন্ধ হচ্ছে বৃহস্পতিবারই। রাহানের দলবদল প্রসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের এক কর্তা সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে জানিয়েছেন, """"রাহানেকে নিয়ে কথাবার্তা চলছে।""""রাজস্থান রয়্যালস থেকে রাহানে যাচ্ছেন দিল্লি ক্যাপিটালস। অন্য দিকে, দিল্লি থেকে রাজস্থানে আসছেন পৃথ্বী শ। ডোপ করার জন্য নির্বাসিত ছিলেন তিনি। শুক্রবার তাঁর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাচ্ছে। আগামী বছরের আইপিএল-এ খেলতে কোনও সমস্যা হবে না পৃথ্বী শ-র। রাহানের জায়গা পৃথ্বী নিতে পারেন কিনা, তা বলবে সময়। রাহানেকেও পরীক্ষা দিতে হবে নতুন মরসুমে।১৫০ রানে শেষ বাংলাদেশ, জবাবে এক উইকেটে ৮৬ ভারতেরদেশের হয়ে টেস্ট ক্রিকেটে নিয়মিত হলেও সীমীত ওভারের ক্রিকেটে প্রথম একাদশে জায়গা হয় না রাহানের। আইপিএল-এর দুনিয়ায় অবশ্য এই রাহানেই বিস্ফোরক ব্যাটসম্যান। ২০১১ সালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স থেকে রাজস্থানে গিয়েছিলেন রাহানে। ২০১২ সালে রয়্যালসের হয়ে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহ করেন তিনি। স্পট ফিক্সিংয়েরজন্য রাজস্থান রয়্যালস নির্বাসিত হলে রাহানে চলে যান পুনেতে। পরে আবার তিনি ফিরে আসেন রাজস্থানেই।২০১৯ সালের আইপিএল-এর মাঝামাঝি সময়ে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল রাহানেকে। তাঁর বদলে দলের নেতৃত্ব ভার তুলে দেওয়া হয়েছিল স্টিভ স্মিথের হাতে। গত আইপিএল-এ রাহানের পারফরম্যান্স ভালই ছিল। ১৪টি ম্যাচ থেকে তিনি করেছিলেন ৩৯৩ রান। তার মধ্যে রয়েছেএকটি সেঞ্চুরিও। নতুন মরসুমে দিল্লি ক্যাপিটালস যে রাহানের দিকে তাকিয়ে থাকবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

টেস্ট ক্রিকেটের প্রথম ক্যাচ ও প্রথম উইকেট নিয়েছিলেন একই ব্যক্তি

মহানগর ওয়েবডেস্ক: ১৮৭৭ সালের ১৫ মার্চ। ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম টেস্ট ম্যাচ। ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। ম্যাচটি ৪৫ রানে জিতে নিয়েছিল অজিরা। এই তথ্যগুলি যেকোনও ক্রিকেটপ্রেমীরই জানা। তবে অনেকেই যেটা জানেন না, তা হল টেস্ট ইতিহাসের প্রথম উইকেট ও প্রথম ক্যাচ নিয়েছিলেন একই ব্যক্তি। নাম তাঁর অ্যালেন হিল।ঐতিহাসিক প্রথম টেস্টের ইংল্যান্ডের হয়ে দ্বিতীয় ওভারটি করেন হিল। সেই ওভারেই টেস্টের প্রথম রানটি করেছিল অস্ট্রেলিয়া। এরপর চতুর্থ ওভারে ফের বল করতে আসেন তিনি। ওই ওভারে অস্ট্রেলিয়ার ন্যাট থমসনকে আউট করেন অ্যালেন হিল। এরপর অস্ট্রেলিয়ার স্কোর যখন ৪০ রান তখন অ্যালফ্রেড শ''য়ের বলে ক্যাচ তুলে দেন অস্ট্রেলিয়ার টম হোরান। সেই ক্যাচটি নিয়ে টেস্ট ইতিহাসে প্রথম ক্যাচ নেওয়ার রেকর্ডও গড়ে ফেলেন হিল।অ্যালেন হিলএখন প্রশ্ন জাগতেই পারে আজ হঠাত এই অ্যালেন হিলের কাহিনী কেন? আসলে আজকের দিনেই ১৮৪৫ সালে জন্মেছিলেন এই ক্রিকেটার। ইয়র্কশায়ারের হয়ে খেলতেন অ্যালেন। ক্রিকেটের সংবিধান ''উইসডেন''এর মতে, ''অ্যালেন ছিলেন নিজের সময়ের সেরা রাউন্ড আর্ম বোলার। একই সঙ্গে অতিশয় ভদ্র, সহজসরল, নীতিপরায়ণ মানুষ।'' ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম দুটি টেস্ট খেলেছিলেন তিনি। এরপর চোটের কারণে খেলা ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। যদিও পরে আম্পায়ার হিসেবে ফের ক্রিকেটে ফেরেন। ১৯৮০ সালে লর্ডসে একটি টেস্টে আম্পায়ারিং করেছিলেন অ্যালেন হিল।

ইডেনে দিনরাতের টেস্টে ধারাভাষ্য দিতে পারেন ধোনি, থাকতে পারেন অমিত শাহ-শেখ হাসিনা

কলকাতার ইডেন গার্ডনে দিন-রাতের টেস্ট ম্যাচ দেখতে আসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিসিসিআই প্রধান হওয়ার পরেই ভারতীয় ক্রিকেটারদের এ ব্যাপারে রাজি করিয়ে ফেলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রাজি করান বাংলাদেশকেও। তারপরে তিনি জানিয়ে দেন, ইডেনে খেলা দেখতে আসার জন্য তিনি দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানাবেন। ২২ নভেম্বর ইডেনে শুরু হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ দিন-রাতের টেস্ট ক্রিকেট। এই খেলা দেখতে আসছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হসিনা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খেলা শুরুর আগে এক ঘণ্টা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে দুই অলিম্পিয়ান অভিনব বিন্দ্রা ও মেরি কমকে সংবর্ধনা জানানো হবে। ক্রিকেটচ অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের (সিএবি) সচিব অভিষেক ডালমিয়া একটি সংবাদ সংস্থাকে বলেন, ''সন্ধ্যায় অভিনব বিন্দ্রা ও মেরি কমের মতো খেলোয়াড়দের সংবর্ধিত করা হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। সচিন (তেণ্ডুলকর) বক্তৃতা করতে পারেন।'' মহেন্দ্র সিং ধোনি কি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন? উত্তরে তিনি বলেন, ''আমরা ধোনিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তাঁকে দিয়ে ধারাভাষ্য করানোর কথা হচ্ছে। তবে এই প্রশ্নের উত্তর সম্প্রচার সংস্থাই দিতে পারবে।'' ডালমিয়া জানান, ম্যাচ শুরুর আগে প্যারাট্রুপাররা গোলাপি বল নিয়ে মাঠে আসবেন। তিনি বলেন, ''আমাদের প্রাথমিক পরিকল্পনা হল, একেবারে গোড়ায় মাঠে বল নিয়ে আসবেন প্যারাট্রু পাররা। তারপরে স্টেডিয়ামের ঘণ্টা বাজানো হবে এবং জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হবে। লাঞ্চের সময় সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সচিন তেণ্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়, ভিভিএস লক্ষ্মণ ও অনিল কুম্বলেদের দিয়ে চ্যাট শো করানো হবে।'' চ্যাট শো ছাড়াও আরও একটি আকর্ষণ থাকছে এই ম্যাচের মধ্যে। ব্যাকগ্রাউন্ডে এইচআইভি আক্রান্তদের খেলতে দেখা যাবে। যাঁরা স্তনক্যানসার থেকে সেরে উঠেছেন, চ্যাট শোয়ের পরে তাঁদের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেবেন ক্রিকেটাররা।

ব্রেস্ট ক্যানসার সচেতনতার চিহ্ন হল গোলাপি, আবার গোলাপি বলেই খেলা হচ্ছে। তাই এই ভাবনা বলে জানিয়েছেন ডালমিয়া। তিনি বলেন, ''ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের যে দল প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলেছিল, সেই দলের সদস্যদের সংবর্ধনা জানানো হবে। ভারতেরও ১১-১২ জন ক্রিকেটার উপস্থিত থাকবেন।'' গত মাসের ২৯ তারিখ জানানো হয়েছিল যে ২২ নভেম্বর থেকে ২৬ নভেম্বর তাদের প্রথম দিন-রাতের টেস্ট খেলবে ভারত ও বাংলাদেশ। ২৫ অক্টোবর বিরাট কোহলির সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কথা হয়েছিল বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। সৌরভের বয়ান অনুযায়ী, বিরাটকে তিনি প্রথমেই প্রশ্ন করেন দিন-রাতের টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বিরাট সদর্থক উত্তর দেন।রসনা তৃপ্তিতে বাঙালির জুড়ি ভূভারতে নেই। এক বার পাত পেড়ে ইলিশ চিংড়ির পদ সাজিয়ে বসলে পাস্তা নুডলসের দিকে ফিরেও তাকাবে না জেনারেশন নেক্সট। একে শীত আসি আসি করছে তাই ভরপুর উতসবের মরশুম।

আর উতসবপ্রেমী বাঙালির কাছে ক্রিকেটের মক্কা ইডেন গার্ডেনে () ম্যাচ থাকলে তো কথাই নেই। সে তো একেবারে পড়ে পাওয়া ১৪ আনা। তায় প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। চলতি মাসেই হতে চলেছে খেলা। বাংলেদেশ থেকে খেলা দেখতে গ্যালারিতে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ()। তাঁর সম্মানেই বিশেষ মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেছে বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (।প্রায় ৫০ রকম লোভনীয় পদে সাজছে মেনু ।খাদ্য তালিকায় গঙ্গার ইলিশ থেকে পোস্ত () কিছুই বাদ পড়বে না। তবে ইলিশেই ইতি নয়, সঙ্গে থাকছে সর্ষে পাবদা, ভেটকি পাতুরি, ডাব চিংড়ি। বাঙালির সিগনেচার ডিশের মধ্যে থাকছে শুক্তো, ছানার ডালনা, ফুলকপির রোস্ট। তবে মনে রাখতে হবে, মেনুতে যাই থাক না কেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন মহারাজা নিজে। কিছু দিন বোর্ড সভাপতির দায়িত্ব নিয়েছেন সৌরভ গাঙ্গুলি (তাঁর ইচ্ছেতেই যে এই ভূরিভোজের সমাহার তা আর মুখে না বললেও চলবে। খাদ্য তালিকা থেকে আমন্ত্রণ সমস্ত আয়োজনেই থাকছে রাজকীয় ছোঁয়া। শোনা যাচ্ছে শেখ হাসিনাকে বিশ্ব বাংলার তরফে ডিজাইনার শাড়িও উপহার দেওয়া হবে। : ইন্দোর টেস্টে প্রথম ইনিংসে ১৫০ রানে গুটিয়ে গেল বাংলাদেশ, শামির ৩ উইকেটদিন রাতের এই টেস্টে প্রথম গোলাপী বল ব্যবহার হবে। টস করার জন্যও থাকছে সোনার কয়েন। এমন সৌরভচিত আয়োজনে রসনাতৃপ্তির বাহুল্য থাকবে এ আর এমনকী। তবে হাসিনা একা নন, সেদিন ম্যাচ দেখতে ইডেনে থাকবেন ভারতীয় ক্রিকেটে এক ঝাঁক তারকা। প্রাক্তন হয়ে গেলেও যাঁদের গ্লামারে এখনও আন্দোলিত হয় ক্রিকেট বিশ্ব। হ্যাঁ ভারতীয় ক্রিকেটের অধিনাকত্ব করেছেন যাঁরা (জীবিত আছেন) তাঁদের প্রায় সবাই ইডেনে উপস্থিত থাকবেন।

অজি ক্রিকেটে হলটা কী ! মানসিক সমস্যায় সরে দাঁড়ালেন আরও এক ক্রিকেটার

মানসিক অবসাদের জন্য এ বার সরে দাঁড়ালেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার উইল পুকোভস্কি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দু''ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচ হবে ২১ নভেম্বর।টেস্ট সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করার ঠিক আগেই তরুণ ক্রিকেটার জানিয়ে দেন, তাঁর নাম যেন টেস্ট সিরিজের জন্য বিবেচনা করা না হয়। অথচ এ বার সবাই ধরেই নিয়েছিলেন টেস্ট অভিষেক হচ্ছেই পুকোভস্কির।মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক না থাকার জন্য সম্প্রতি ক্রিকেট থেকে সাময়িক বিরতি নিয়েছেন একাধিক অজি ক্রিকেটার। দিন কয়েক আগে এই কারণে বিশ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। ''ম্যাড-ম্যাক্স'' সরে যাওয়ার পরে একই কারণ দেখিয়ে নিজেকে ক্রিকেট থেকে সরিয়ে নেন নিক ম্যাডিনসন। বছর তিনেক আগে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তিনটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি।বল বিকৃতির অভিযোগে এ বার নির্বাসিত ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা ক্রিকেটারএ বার ২১ বছর বয়সি অজি ক্রিকেটার পুকোভস্কিও একই কারণ দেখিয়ে নিজেকে সরিয়ে নিলেন ক্রিকেট থেকে। অবশ্য মানসিক অস্থিরতার জন্য এর আগেও সরে দাঁড়িয়েছিলেন পুকোভস্কি। গত বছরের অক্টোবারেই বিশ্রাম নিয়েছিলেন তিনি। মাস দু''য়েক পরে আবার ফিরে এসেছিলেন ক্রিকেটে।চলতি বছরের জানুয়ারিতেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট দলে ডাক পান পুকোভস্কি। দু''ম্যাচ পরেই ফের মানসিক অবসাদের শিকার হন তিনি। সিরিজের মাঝপথেই তাঁকে দল ছেড়ে চলে যেতে হয়। তার কয়েক সপ্তাহ পরে পুকোভস্কি ফিরে আসেন ঘরোয়া ক্রিকেটে। দারুণ ফর্মে ছিলেন তিনি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টে নামার প্রবল সম্ভাবনা ছিল। দল নির্বাচনের ঠিক আগে ফের অবসাদের শিকার হন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার টিম ম্যানেজার বেন অলিভার বলেছেন, """পুকোভস্কি টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে ওর মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করেছে। আমরা ওর পাশে আছি।'

ছেলের সঙ্গে ছবি পোস্ট শোয়েবের, মসকরা করে নেট দুনিয়া মাতালেন হরভজন সিং

চলতি বছরের জুলাই মাসে দ্বিতীয় বার বাবা হয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার শোয়েব আখতার। ছোট ছেলের সঙ্গে বৃহস্পতিবার একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস। সেখানে কিছুটা আক্ষেপের সুরেই লেখেন, ছোট ছেলের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে পারছেন না তিনি। শোয়েবের সেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ ভাইরালও হয়। ছবিটি চোখে পরেছে ভারতীয় অফ স্পিনার হরভজন সিংয়ের। আর নিজের বন্ধু শোয়েবের সঙ্গে মশকরা করার সুযোগটা হাত ছাড়া করতে চাননি ভাজ্জি।ভারতীয় অফ স্পিনার শোয়েবের ছোট ছেলেকে নিজের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি হরভজন লেখেন, স্পিড অভি কম নেহি হুয়া। শোয়েবের পোস্টে হরভজনের এই উক্তি দেখে হাসির রোল উঠেছে নেট দুনিয়ায়। শোয়েবের পোস্টে হরভজনের উক্তি যেন আরও নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তবে এই নিয়ে কোনও বিরূপ মন্তব্য উঠে আসেনি। কারণ শোয়েব ও হরভজন দুজনেই খুব ভাল বন্ধু।২০১৪ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন শোয়েব। ২০১৬ সালের নভেম্বরে প্রথমবার বাবা হন শোয়েব।

তারপর চলতি বছরের জুলাইম মাসে দ্বিতীয় বাবা হয়েছেন রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস। কিছুদিন আগেই একটি ইন্টারভিউতে শোয়েব পাকিস্তান দলের অন্দরের কিছু কথা বলে শিরোনামে উঠে এসেছিলেন। ক্রিকেট মাঠ থেকে তিন এখন অনেকটা দুরে। কিন্তু ক্রিকেট থেকে কোনও ভাবেই দুরের নন শোয়েব। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বিশ্বে ক্রিকেটের নানান ঘটনার বিশ্লেষণ করেন শোয়েব। আর রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেসের বিশ্লেষণে ভারতীয় দলের প্রশংসা বারবার শোনাও যায়।

মেসির হ্যাটট্রিকের সঙ্গে জুড়ে গেল বিগ বি''র ছবির সংলাপ, অভিনব পোস্ট লা লিগার

কেউ বলেছেন ভিনগ্রহের। কেউ বলছেন, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছেন তিনি। এককথায়, লা লিগায় হ্যাটট্রিকের পর থেকে মেসিতেই মজে বিশ্ব ফুটবল মহল। আর তাঁর এই সাফল্যকে সেলিব্রেট করতে অভিনব একটি পোস্ট করল লা লিগা। মেসির সঙ্গে জুড়ে গেলেন অমিতাভ বচ্চন !হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন। নু-ক্যাম্পে শনিবার সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে ৪-১ গোলে জয়ী বার্সেলোনা। সৌজন্যে আর্জেন্টাইন সুপারস্টারের গোলের হ্যাটট্রিক। স্প্যানিশ লিগ হলে কী হবে, এদেশে তো এলএম টেনের ভক্তের সংখ্যা কম নয়। ভারতীয় সমর্থকদের কথা ভেবেই মেসির হ্যাটট্রিককে লা লিগা বর্ণনা করেছে অমিতাভ বচ্চনের ছবির বিখ্যাত সংলাপের মধ্যে দিয়ে ।বিগ বি''র কালিয়া ছবির সেই বিখ্যাত সংলাপটা নিশ্চয়ই মনে আছে। ''হাম জাঁহা পে খারে হোতে হ্যায়, লাইন ওয়োহি সে শুরু হোতি হ্যায়।'' অর্থাত আমি যেখানে দাঁড়াই সেখান থেকেই লাইন শুরু হয়। হ্যাটট্রিক করে রেকর্ড গড়া মেসির পারফরম্যান্সের সঙ্গে যেন এই সংলাপটা দারুণভাবে মানিয়ে গিয়েছে। সেই কারণে মেসির ছবির সঙ্গে এই সংলাপটি লিখেই ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়েছে লা লিগা। স্বাভাবিকভাবেই লা লিগার এই উদ্যোগ মন ছুঁয়েছে ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের। প্রত্যেকেই ধন্যবাদ জানিয়েছে লিগ কর্তৃপক্ষকে।লা লিগায় এবার সেল্টা ভিগো এমনিতেই তেমন সুবিধা করতে পারছে না। লিগ টেবিলে তাদের অবস্থান ১৮। সেই সেল্টা ভিগোর বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেন মেসি। শুরু করেছিলেন পেনাল্টি দিয়ে। বাকি দু''টি গোল ফ্রি-কিকে। লা লিগায় এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ৩৪টি হ্যাটট্রিক করার রেকর্ড ছিল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। শনিবার পর্তুগিজ তারকার সেই মাইলস্টোন ছুঁয়ে ফেলেন মেসি। অন্য গোলটি সার্জিও বুস্কেটসের। স্বভাবতই ম্যাচ জিতে উচ্ছ্বসিত বার্সা কোচ ভালর্ভাদে। মেসির ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, ''মেসির উপর নির্ভর না করে কখনও এগোতে পারবেন না। আমরা যেমন তার দিকে সবসময় তাকিয়ে থাকি। ঠিক একইভাবে প্রতিপক্ষ দলগুলো চেষ্টা করে ওকে নজরে রাখতে। মেসি দলের সঙ্গে থাকা মানে কোনও কিছু অসম্ভব নয়।'' ১২ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত লিগ শীর্ষে বার্সা।

No.F.7 (25) - IGMH/PS/2017 Dated, Agartala the 12/11/2019

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed tenders are invited by the Medical Superintendent, IGM Hospital, Agartala vide SNIQ No.F.7(25)-IGMH/PS/2017. Dated, 12/11/2019, from the bonafide Manufacturers/ Authorised Distributors/ suppliers for supply of **'Servo Control Stabiliser 2500 watt'** for use in the PMR Deptt. IGM Hospital, Agartala. Detailed informations alongwith tender paper may be collected from the office of the undersigned on or before **25/11/19 upto 4.30 P.M.** Last date of bid submission is **27/11/19 upto 4.30 P.M. &** quotation will be opened on **28/11/19 at 11.30 A.M.** or next day at 12 noon if possible & the quationers may remain present at the time of opening of the quotation in the office of the undersigned .

ICA/C-1617/2019

Medical Superintendent
IGM Hospital, Agartala

সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ত্রিপুরা এবং আমাদের সংকল্প একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকমুক্ত ত্রিপুরা।

PRESS NOTICE INVITING TENDER No - 04/EE(Agri)/N/2019-20

Sealed tender are invited on behalf of Governor of Tripura from genuine owners of vehicle having experience in the line of hiring of the following vehicle.

Sl No	Description of item	Quantity	Tender dropping center	Last date of receiving of application for issuing of tender form	Date & time for receiving of tender	Date & time for opening of tender
1	Hiring of Maruti (Omni) for use of the Assistant Engineer (Civil) Dharmanagar, North Tripura having Commercial registration (Manufacturing not before 2015 made). 2nd Call	01(one)	O/o the Executive Engineer (Agri), Dharmanagar, North Tripura.	22/11/2019 Upto 5.00 PM	25/11/2019 Upto 3.00 PM	25/11/2019 3:30 Pm (If Possible)
2	Hiring of Maruti (Omni) for use of the Assistant Engineer (Mech) Kumarghat, Unakoti Tripura having Commercial registration (Manufacturing not before 2015 made). 2nd Call	01(one)				

For details, Please contact office of the undersigned.

ICA/C-1621/2019

Executive Engineer(North)
Department of Agriculture
Dharmanagar, North Tripura.

সকলের অঙ্গীকার-করবো না ক্ষতিকর প্লাস্টিকের ব্যবহার।

Post Matric Scholarship সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি:-

ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন (Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt of India) মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকা অনুসারে National Scholarship Portal (NSP 2.0) (http://scholarships.gov.in) এর মাধ্যমে ২০১৯-২০ইং শিক্ষাবর্ষে নিম্নলিখিত বৃত্তি পাবার জন্য .. আবেদন করতে ত্রিপুরায় স্থায়ী বসবাসকারী তপশিলী জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীদের জানানো যাচ্ছে।

Name of Scheme	Class/ Course	Income Ceiling	Last date for submission of online application
Post Matric Scholarship	Class XI to next higher studies	Rs 2.5 Lakhs per annum	Last date 10th January, 2020,
Pre Matric Scholarship	IX-X	Rs 2.5 Lakhs per annum	Last date 31st December 2019
Pre Matric Scholarships to the children of those engaged in occupations involving cleaning and prone to health hazards.	I to X	__	Last date 31st December 2019

অনলাইনে আবেদন করার যোগ্যতাবলী :-

১। ছাত্র-ছাত্রীকে ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

২। দরখাস্তকারীর পারিবারিক বাৎসরিক আয় ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মধ্যে হতে হবে। এই মর্মে মহকুমা শাসক কর্তৃক পারিবারিক আয়ের সার্টিফিকেট Online এ Upload করতে হবে।

৩। ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের জন্য বৃত্তি পাবার লক্ষ্যে বিগত বছরের আবেদনপত্র পুনরায় নবীকরণ (Re-newal) এবং নতুন আবেদনপত্র Fresh Application) দাখিল করার জন্য বিবেচিত হবে।

৪। www.scholarships.gov.in portal-এ online আবেদনপত্র সম্পূর্ণ করার পর আবেদন পত্রটি প্রিন্ট করে নিম্নলিখিত প্রমাণ পত্রগুলি সহ তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরে জমা দিতে হবে (শুধুমাত্র বহিঃরাজ্যে পাঠরত ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) এবং ত্রিপুরায় পাঠরত ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে হবে। আবেদনকারী ছাত্রছাত্রীদের আবেদন পত্র বিদ্যালয়/কলেজের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা/অধ্যক্ষকে অনলাইনে ভেরিফিকেশন করতে হবে।

আবেদন করার সময় নিম্নলিখিত তথ্যাদির প্রয়োজন হবে :

১। কোর্স ফ্রি structure ২) ছাত্র/ছাত্রীর ফটো ৩) মার্কসীট ৪) পারিবারিকআয়ের সার্টিফিকেট ৫) আধার কার্ড ৬) ছাত্র/ছাত্রীর নিজের SC ভুক্ত হওয়ার সার্টিফিকেট ৭) ছাত্র/ছাত্রীর ব্যাঙ্কের পাশেই ৮) PRTC (৯) বিদ্যালয়ের অথবা মহাবিদ্যালয়ের, প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার /অধ্যক্ষের দ্বারা Verification form এ-Bonafide Certificate- এ স্বাক্ষর।

বি.দ্র: বিস্তারিত বিবরণের জন্য তপশিলী জাতি, কল্যাণ দপ্তর, গোর্খাবস্তি, আগরতলা, যোগাযোগ করা যেতে পারে।

দূরভাষ : ০৩৮১-২৩২-৪১৩৪

বিস্তারিত তথ্য www.tripura.scw.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে

ICA/D-1252/2019-20

অধিকর্তা
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার।

সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ত্রিপুরা এবং আমাদের সংকল্প একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকমুক্ত ত্রিপুরা।

প্রথম দিনই কোণঠাসা বাংলাদেশ, চালকের আসনে টিম ইন্ডিয়া

একটা দুটো নয়, তিনটে ক্যাচ ফস্কালেন অজিঙ্ক রাহানে। স্লিপ পজিশনে তিনি ভারতীয় দলের ভরসা। সেই রাহানেই কি না ইন্দৌরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম দিন তিনটি ক্যাচ ফেললেন। ক্যাপ্টেন বিরাট কোহলিও একটি ক্যাচ ফেলেছেন। টেস্টের প্রথম দিন ভারতীয় দলের ফিল্ডিং পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। একের পর এক ক্যাচ মিস। এর পরও অবশ্য বাংলাদেশ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারল না। মাত্র ১৫০ রানে গুটিয়ে গেল তারা। তবে এদিন এতগুলো ক্যাচ মিস না হলে হয়তো ১৫০ রানও তুলতে পারত না বাংলাদেশ। তবে ইন্দৌরে ভারতীয় বোলারদের দাপট ছিল দেখার মতো। সকালের সেশনে শামি, উমেশ, ইশান্তকে খেলতে হিমশিম খেতে হয়েছিল বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের। তার উপর অশ্বিনের ঘূর্ণি !বাংলাদেশের দুই ওপেনার শাদমান ইসলাম ও ইমরুল কায়েস রান পাননি। এর পর মোমিনুল হক (৩৭) কিছুটা লড়াইয়ের জায়গা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তিনিও বেশিক্ষণ উইকেটে টিকে থাকতে পারেননি। ব্যাট হাতে আবারও বাংলাদেশের ভরসার মুখ হয়ে উঠেছিলেন মুশফিকুর রহিম। তবে তাঁকে বড় ইনিংস খেলতে দিলেন না মহম্মদ শামি। ৪৩ রানে শামির বলে বোল্ড হলেন মুশফিকুর। ১০৫ বল খেলে তিনি প্রায় সেট হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু শামির একটি ইন সুইং বুঝতে ভুল করেন। মুশফিকুর ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনও ব্যাটসম্যান রান পাননি। মাহমুদউল্লাহ, লিটন দাসরা কেউই ভারতীয় বোলারদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি।লাল বলের থেকে গোলাপি বল অনেকটা বেশি সুইং করে: বিরাট কোহলিএদিন টসে জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাংলাদেশেরঅ অধিনায়ক মুমিনুল হক। এদিকে শুরুতেই ধাক্কা খেয়েছে ভারতীয় দল। ছয় রান করে আউট হয়েছেন রোহিত শর্মা। মায়াঙ্ক আগরওয়াল ও চেতেশ্বর পুজারা উইকেটে রয়েছেন।

CMYK

বৃহস্পতিবার রাজধানীতে আয়োজিত জওহরলাল নেহেরুর জন্ম দিনের তাঁকে শ্রদ্ধা জানান সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। ছবি- নিজস্ব।

যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যেও পালিত শিশু দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর ।। বৃহস্পতিবার ১৪ নভেম্বর রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় শিশু দিবস পালন করা হয়। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে এ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে শিশু দিবসের রাজ্যভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। শিশু দিবসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী শান্তনা চাকমা।

১৪ নভেম্বর আন্তর্জাতিক শিশু দিবস। শিশুদের অধিকার রক্ষার তাগিদে গোটা বিশ্বে দিবসটি পালন করা হয়। রাজ্যেও এদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক শিশু দিবস পালন করা হয়। রাজ্যভিত্তিক মূল অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় রাজধানীর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর আয়োজিত আন্তর্জাতিক শিশু দিবসের উদ্বোধন করে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী শান্তনা চাকমা বলেন, প্রত্যেক শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। শিশুদের অধিকার রক্ষায় আইনও রয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেন, আজকের শিশু আগামীদিনের ভবিষ্যৎ।

তিনি প্রত্যেক শিশুর সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করেন। মন্ত্রী শ্রমতি চাকমা আরও বলেন, প্রত্যেক শিশুর মধ্যে প্রতিভা লুকিয়ে আছে। এই প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হবে। এজন্য অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুযোগটিকে হিসেবে গড়ে তুলতে না পারলে 'এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলা সম্ভব হবে না।

এদিন দিন কন্যা সন্তানদের প্রতি যত্নবান হতে সমাজের সকল অংশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। কন্যা ভ্রুন হত্যা সম্পর্কে সচেতন থাকার জন্যও তিনি সকলকে অনুরোধ জানিয়েছেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বলেন, কন্যা সন্তান সুরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্প ঘোষণা করেছে।

এসব প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করতেও তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। শিশু দিবসের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ অরুণোদয় সাহা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক সহ অন্যান্যরা।

ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারে ত্রিপুরা প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর।। দিল্লির প্রগতি ময়দানে আয়োজিত ৩৯-তম ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ত্রিপুরা প্যাভিলিয়নের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বৃহস্পতিবার রাজ্য সচিবালয়ের ভিডিও কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে ওই প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করেন তিনি।

পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতি বছরের মতো এ-বছরও ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারে অংশগ্রহণ করেছে ত্রিপুরা। এবারের মেলায় রাজ্য সরকারের পর্যটন, কৃষি, ব্যাম্বো মিশন, রবার বোর্ড, ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ, ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন বোর্ড, পূর্বাশা, হস্ততাঁত শিল্প, উদ্যান দফতর, ত্রিপুরা ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড এবং শিল্প ও বাণিজ্য দফতর তাদের বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী নিয়ে অংশগ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, মেলায় আগত দর্শনার্থীদের কীভাবে আকৃষ্ট করে ত্রিপুরা স্টলে আনা যায় সে বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। স্টলে প্রদর্শিত রাজ্যের রবার দিয়ে তৈরি আসবাবপত্র, রাজ্যের বিখ্যাত কুইন আনারস, হস্ততাঁত শিল্পের দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। এছাড়া ত্রিপুরার বাঁশ দিয়ে তৈরি জলের বোতল ও গ্লাসকে প্লাস্টিকের বিকল্প হিসেবে মেলায় আগত দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা নেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীও প্লাস্টিকমুক্ত দেশ গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। পাশাপাশি সেগুলির বাজারজাতকরণের জন্য ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারের মতো বৃহৎ মঞ্চকে কাজে লাগানোর উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

অল ত্রিপুরা ডিক্টিমাইজড শিক্ষক সংগঠনের উদ্যোগ র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর ।। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মিনিট নাগাদ শান্তিরবাজার মহকুমার ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক সংলগ্ন এলাকা থেকে এই জনসম্পর্ক অভিযানের র‍্যালি শুরু হয়। বাজারের বিভিন্ন পথ অতিক্রান্ত করে পুনরায় ব্যাঙ্ক সংলগ্ন এলাকায় এসে এই র‍্যালির সমাপ্তি হয়। র‍্যালি শেষে সকলে পথ সভায় মিলিত হয়। আজকের এই র‍্যালির মধ্য দিয়ে ১০৩২৩ শিক্ষকরা রাজ্য সরকারকে কাজে আস্থা প্রকাশ করে অভিনন্দন জানিয়েছেন। উনারা সংবাদমাধ্যমের সম্মুখিন হয়ে জানান আগামী কয়েক মাসের মধ্যে কোর্টের রায় অনুসারে উনারা চাকুরিচ্যুত হচ্ছেন কিন্তু উনারা রাজ্য সরকারের জন উন্নয়নমুখী কাজ দেখে আস্থা প্রকাশ করেছেন চাকুরীচ্যুত হবার আগে রাজ্য সরকার উনাদের কর্ম সংস্থানের বিকল্প ব্যবস্থা করবেন বলে।

মনপাথরে শিশু উৎসব ও বালক সেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর ।। বৃহস্পতিবার মনপাথর বাজার সংলগ্ন এলাকায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ৩৬ শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। উদ্বোধকের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস, শান্তির বাজার পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, বগাফা ব্লকের বিডিও রূপন দাস, বগাফা ব্লকের বিএসসি চেয়ারম্যান কথা প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার গৌরিশঙ্কর রিয়াং, বিশিষ্ট সমাজসেবী মন্ডু মগ ও অন্যান্য সম্মানিত অতিথিবৃন্দরা।

জয়েন্ট এন্ট্রান্সে বাংলা চালুর দাবি বাঙালি ছাত্র ও যুব সমাজের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর ।। সম্প্রতি জয়েন্ট এন্ট্রান্সে সংবিধান স্বীকৃত সমৃদ্ধভাষা বাংলা সহ অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে বাদ দিয়ে ইংরেজি, হিন্দি ভাষঅকে স্থান করে দেওয়ার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধীতা করছে বাঙালি ছাত্র যুব সমাজ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। এই প্রসঙ্গে কমিটির বক্তব্য হল - যেহেতু মানুষের জ্ঞানের বিকাশ ঘটে মাতৃ ভাষার মাধ্যমে তাই শিক্ষার মাধ্যম সহ যাবতীয় প্রতিযোগীতা মুলক পরীক্ষা স্বস্ব অঞ্চলের মাতৃভাষার মাধ্যমেই হওয়া বাঞ্চনীয়। বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসক দলের প্রতিনিধি হিসেবে কেন্দ্রে ও রাজ্যে ক্ষমতায় বসে ইংরেজি, হিন্দি ভাষার পক্ষে যারা ওকালতি করছেন এবং বোঝাতে চাইছেন যে আঞ্চলিক ভাষা তথা বাংলার অঞ্চলে বাংলা ভাষায় এন্ট্রান্সের মত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে লাভ হবে না তারা আসলে বাংলা অতীত ঐতিহ্য ও মেধাকেই অস্বীকার করে ভাষা সাম্রাজ্যবাদীদেরই দালালী করে চলেছে। বাঙালি ছাত্র ও যুবব সমাজের এক বিবৃতিতে একথা জানানো হয়েছে।

পেশাদারিত্বের সঙ্গে সাইবার ক্রাইমের মোকাবিলা করতে হবে : আর কে সিনহা

বেঙ্গালুরু, ১৪ নভেম্বর (হি.স.) : বেঙ্গালুরুর কনরড হোটেলে আইআইএসএসএমের ২৯তম সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পুলিশ কমিশনার ভাস্কর রাও। এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা।

এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আইআইএসএসএমের কার্যকারি সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা জানিয়েছেন, বদলে যাওয়া বর্তমান সময়ে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। মোকাবিলা করে এর সমাধান একান্ত প্রয়োজন। সাইবার অপরাধ পেশাদারিত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এমনটা না হলে সাইবার অপরাধের হাত থেকে কেউ বাঁচবে না।

পেশাদারিত্বের সঙ্গে মোকাবিলা করা একান্ত প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরে রবীন্দ্র কিশোর সিনহা জানিয়েছেন, একটি বেসরকারি সিকিওরিটি সংস্থাকে অপদস্ত করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো ভিডিও প্রচার করা হয়েছিল। এর প্রতিবাদে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করলেও প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার ভাস্কর রাও জানিয়েছেন, বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার কাজের পরিধি বর্তমান সময়ে অনেক বেশি প্রসারিত হয়েছে। ২৯ বছর অনেক সময়। বহু সময় ধরে নিরাপত্তাকর্মীদের পেশাদারিত্বের সঙ্গে প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে। বর্তমান সময়ে কর্ণাটকে সাত লক্ষ বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী কাজ করছে। পাশাপাশি তিনি ডিজিট্যাল যুদ্ধের জন্য রাজ্যবাসীকে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। পেশাদারি প্রতারকরা প্রযুক্তির সাহায্যে সাধারণ নাগরিকদের টার্গেট করছে। শহরে ১৪টি সাইবার ক্রাইম পুলিশ থানা রয়েছে। শীঘ্রই সেই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়াবে ৪০।

এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন আইপিএস আধিকারিক এস কে শর্মা নিজের বক্তব্য পেশ করেন। আধুনিক বিশ্বে নিরাপত্তা সংক্রান্ত নতুন চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান করেন তিনি। এদিন দ্বিতীয় পর্যায় প্যানেল আলোচনা হয়।

এই উপলক্ষ্যে উপস্থিত ছিলেন আইআইএসএসএমের কার্যকারি সভাপতি রবীন্দ্র কিশোর সিনহা, মহানির্দেশক রাজন মেডকর, কর্ণাটক সিকিওরিটি সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এম সি প্রকাশ, আইআইএসএসএমের চেয়ারম্যান এস কে শর্মা।

ডায়াবেটিস সম্পর্কে সচেতনতা মূলক অনুষ্ঠান সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ নভেম্বর ।। গণরাজ চৌহমুনীস্থিত ডায়াবেটিস ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষ্যে একজনসচেতনতামূলক পদযাত্রা ও অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ১৪ নভেম্বর সকাল বেলায়।

সোসাইটির উদ্যোগে মুক্ত ধারার সামনে থেকে সাদা টি শার্ট ও সাদা টুপি পরিহিত এক বিশাল পদযাত্রা শুরু হয় সকাল সাড়ে ছ-টায়। পদযাত্রায় শামিল হয়েছে রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসকবৃন্দ, বরিষ্ট সাংবাদিক, আইনজীবী, সরকারি আধিকারিকসহ সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষ। ডায়াবেটিস সচেতনতার লক্ষ্যে ধারাভাষ্যসহকারে পদযাত্রাটি শহর পরিক্রমা করে। এতে আগরতলাবাসী জনগণের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করা গেছে। পদযাত্রা থেকে মুক্তাধারা মঞ্চে ডায়াবেটিস সচেতনতা বিষয়ক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজক রাজ্যের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. স্বপন সরকার সবাইকে স্বাগত জানিয়ে স্লাইড এর মাধ্যমে ডায়াবেটিসের কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ত্রিপুরা হাইকোর্টের মাননীয় প্রাক্তন বিচারক তথা ত্রিপুরা পুলিশ কমিশনের চেয়ারম্যান স্বপন কুমার দাস অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অত্যন্ত মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। তিনি ডায়াবেটিস প্রতিরোধে জীবন শৈলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশিষ্ট প্রবীণ মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. এ কে নাথ চিকিৎসক বলেন, মানসিক রোগ ও ডায়াবেটিস পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ডায়াবেটিস রোগীদের মানসিক রোগ হওয়া প্রবণতা রয়েছে আবার মানসিক রোগীদেরও ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

বাড়ি ছেড়ে পালালো নাবালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ নভেম্বর ।। বধূ নির্যাতনের পর এবার নাবালিকা নির্যাতনের পরে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল বাবার ভয়ে এক নাবালক। ঘঠনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন মহারনীপুর এলাকায়। পালিয়ে যাওয়া যুবকের নাম আশীষ চক্রবর্থী ওরফে শংক (পিতা হিরেন্দ্র চক্রবর্তী)। পালিয়ে যাওয়া যুবকের পিতা হিরেন্দ্র চক্রবর্তী জানা ছেলে পড়াশুনা করে না। তা নিয়ে মহারানী পুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র তথা ১৪ বয়সী আশীষ চক্রবর্তীকে বাবা হিরেন্দ্র চক্রবর্তী শাসায়। আর তাতে আশিষ চক্রবর্তী তথা শংকর বিগত কয়েক দিন পূর্বে সকালে পালিয়ে যায়।পরে কয়েকদিন আত্মীয় পরিজনদের বাড়িতে খোঁজ চালিয়ে হদিশ না পেয়ে থানার দ্বারস্থ হয় তার পিতা।

লেফুঙ্গায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১৪ নভেম্বর ।। মোহনপুর মহকুমার লেফুঙ্গা বিএসি-এর উদ্যোগে লেফুঙ্গা কমিউনিটি হলে আয়োজিত রক্তদান শিবির এবং আয়ুষ্মান ভারত গোল্ড কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানের আনুষ্টানিক সূচনা করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। রক্তদানের মত মহৎ দান পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। আর এই রক্তদানের মোহনপুরবাসী এখন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে এসেছে। মোহনপুরের লেফুঙ্গা বিএসি-এর উদ্যোগে কমিউনিটি হলে আয়োজিত রক্তদান শিবির ও আয়ুষ্মান ভারত গোল্ড কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। তিনি বলেন, কার্লস স্টেইনার ১৯৩০ রক্তের গ্রুপ আবিষ্কারের পর থেকে মানুষকে রক্তদানের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সুযোগ করে দিয়েছে। তিনি বলেন, রক্তদান করতে পারবে সেই সকল মেয়েরা যাদের ওজন ৪৭ কেজির উপরে রয়েছে। পুরুষের ক্ষেত্রে ৫০ কেজির উপরে হলেই এই রক্তদান করতে পারবে। বয়সের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে সকল সুস্থ মানুষই এই রক্তদান করতে পারবে। পুরুষদের ক্ষেত্রে বছরে চারবার এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে বছরে তিনবার এই রক্তদান করা যায়। আয়ুষ্মান ভারত গোল্ড কার্ড সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, ২০১১ সালে এই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প থেকে অনেক দরিদ্রসীমার নিচের লোকরাও বাদ পড়ে যায়। বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে বিজেপি আইপিএফটি সরকার ক্ষমতায় এসে নতুন করে সাড়ে তিন লক্ষ ত্রিপুরাবাসীকে এই সুবিধা আনার জন্য প্রকল্প মঞ্জুর করেছিল। রাজ্যের প্রায় চব্বিশ লক্ষ মানুষ এই সুবিধা পাবে। তবে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা করলেই কার্ডভুক্ত কোন সদস্য প্রতিবছর ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবেন। মন্ত্রী ছাড়াও অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন লেফুঙ্গা ব্লকের বিডিও প্রীতম সরকার, বিএসি চেয়ারম্যান রণবীর দেববর্মা সহ ব্লকে অন্যান্য কর্মীরা।

মনপাথরে শিশু উৎসব ও বালক সেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৪ নভেম্বর ।। বাম আমলের ট্রেডিশন রাম আমলে বজায় রাখতে গিয়ে লেজেগুবরে এক শিক্ষক। শেষ রক্ষা হলনা। ঘটনা ধর্মনগর মহকুমার ভাগ্যপুর দামপাড়া নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয়ে প্রথণ থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত রয়েছে ১০ জন ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক রয়েছেন ৩ জন। গত ৯ই সেপ্টেম্বর সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক হারান সেন ঔ বিদ্যালয়ে রোটিন চেকিংয়ে যান। তিনি সেই দিন রঞ্জন রায় নামে এক শিক্ষককে অনুপস্থিত পায়ানি। তাই নিয়মানুসারে রঞ্জন রায়কে অনুপস্থিত লিখে আসেন। এছাড়া বহুদিন যাবৎ ভাগ্যপুর পাড়া বিদ্যালয় নিয়ে বহু অভিযোগ মানুষ উপাধক্ষ্য বিশ্ববন্ধু সেনকে জানিয়েছেন। শিশু দিবসের সকালে উপাধক্ষ্য ধর্মনগর বিদ্যালয় পরিদর্শক রঞ্জু শর্মাকে নিয়ে ওই বিদ্যালয়ে যান। সেখানে গিয়ে সকল ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষকদের সাতে কথা বলেন। তিনি শিক্ষকদের প্রতিদিন উপস্থিতিতে দিকাট নিয়ে রেজিস্টারটি দেখতে বলেন বিদ্যালয় পরিদর্শক যখন রেজিস্টার সহায়ক স্কুল পরিদর্শক হারান সেন রঞ্জন রায়কে অনুপস্থিতিত লিখেছেন কিন্তু রঞ্জন রায় খাতায় উপস্থিত দেখিয়ে স্বাক্ষর করে রেখেছেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।